যীশুর সত্য কাহিনী

রশীদ আহম্মদ চৌধুরী

যীশুর সত্য কাহিনী

রশীদ আহমদ চৌধুরী

ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন লিমিটেড
১৯৯৭

পূর্ব্বাভাষ

পৃথিবীতে বহু মহাপুরুষ, নবী-অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন। হযরত যীশু বা ঈসা নবী তাঁদের মধ্যে একজন। কিন্তু জন্ম, মৃত্যু ও জীবনী সম্পর্কে মতবিরোধ যীশুকে নিয়ে যত বেশী হয়েছে এমনটি আর কারোর বেলায় হয়নি।

খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস ঃ পাপ থেকে মানবজাতিকে উদ্ধারলাভের জন্য যীশু ক্রুশে জীবন দিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি উত্থিত হয়েছিলেন এবং আকাশে গমন করেছিলেন।

ইহুদীদেন ধারণা ঃ ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করে যীশু অভিশপ্ত হয়েছেন।

মুসলিমদের অধিকাংশের বিশ্বাস ঃ যীশুকে ক্রুশেই দেওয়া হয়নি। তাঁর পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে ক্রুশে দেওয়া হয় আর যীশু সশরীরে আকাশে উত্থিত হন ও অদ্যাবধি সেখানে জীবিত আছেন এবং পুনায় তিনি আকাশ থেকে নামবেন।

একজন আহমদী মুসলিম বিশ্বাস করে যে, যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। অচৈতন্য অবস্থায় ক্রুশ থেকে তাঁকে নামানো হয় ও এক কবরে রাখা হয়। সেখানে একধরণের মলম তাঁর উপর প্রয়োগ করা হয়। তিনি সুস্থ হয়ে উঠে ইস্রাঈলকুলের হারানো মেষের সন্ধানে অন্যদেশে চলে যান। অবশেষে তিনি কাশ্মীরে বসবাস করেন এবং সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কোরআন-হাদিস-বাইবেল এবং নানা গ্রন্থ থেকে তাঁর যুক্তিসঙ্গত ঐ ধারণা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। যীশু একজন নবী ছিলেন। নবীগণ দেহধারী পানাহারকারী জীব। আর জীবমাত্র মরণশীল। সুতরাং যীশুর আকাশে মহাশূন্যে গমন এবং সেখানে খাদ্য-পানীয় ও অক্সিজেনবিহীন অবস্থায় জীবিত থাকা একটি নিছক কল্পিত বিশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে যীশুর

জীবিত থাকার মতবাদ কিছুতেই কেউ বিশ্বাস করেনা ও করতেই পারেনা ;

ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিকট পুস্তক সমাদৃত হবে এবং কোটি কোটি লোকের ভুল বিশ্বাস খন্ডিত হবে বলে আশাকরা যায়।

পুস্তকটি প্রথম সংস্করণ বের করে লন্ডন মসজিদ ১৯৭৯ সনে ; দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮১তে। তৃতীয় পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সনে। প্রকাশ করে ইসলাম আন্তর্জাতিক প্রকাশন বিভাগ – ইসলাবাদ টিলফোর্ড সারে জি, ইউ ১০ ২এ কিউ যুক্তরাজ্য থেকে। ছাপা হয় ইসলামাবাদ টিলফোর্ডের রকীম প্রেসে।

জনাব নূর আহমদ সাহেব পুস্তকটির অনুবাদটি দেখে দিয়েছেন এবং প্রুফ রিডিং-এ যথেষ্ঠ সহায়তা করেছেন। খোদাতায়ালা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন।

মোহাম্মদ মাশরেক আলি

১-৩-৯৮

২০৫ নিউপার্ক ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১৭

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়—ঐতিহাসিক পটভূমিকা—১

দ্বিতীয় অধ্যায়—মরীয়মের নিকট একটি পুত্রের সুসংবাদ—৪
যীশুর জন্ম—৫ যীশুর আসমানী নিদর্শন—৭

তৃতীয় অধ্যায়—যীশুর শৈশবকাল—৯

চতুর্থ অধ্যায়—যীশু আল্লাহর নবী—১১

পঞ্চম অধ্যায়—যীশুর শিক্ষা—১৫ পবিত্র কোরানে ত্রিত্ববাদ খন্ডন-১৭
'খোদার পুত্র' নাম—১৮ শিষ্যদের প্রতি যীশুর উপদেশ-১৯

ষষ্ঠ অধ্যায়—যীশুর অলৌকিক ঘটনাবলী (মোজেজা)—২১

সপ্তম অধ্যায়—যীশুকে শত্রুদের হত্যা পরিকল্পনা—২৬ জেরুশালেমে
যীশু—২৭ গেথসেমেনে যীশুর প্রার্থনা—২৯
যীশু বন্দী হোলেন—৩০

অষ্টম অধ্যায়—যীশুর বিচার—৩২ অভিশপ্ত মৃত্যু থেকে যীশুকে
রক্ষার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি—৩৭

নবম অধ্যায়—যীশুকে ক্রুশে লটকানো—৩৮ যীশুর উদ্ধারপ্রাপ্তি-৪১
কবরে ইহুদীদের চৌকীর ব্যবস্থা—৪৩
যীশুর উদ্ধারলাভ ও শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ—৪৪

দশম অধ্যায়—যীশুর বিচারের ইতিহাস—৪৭

একাদশ অধ্যায়—যীশুর অন্যদেশে গমন—৫০ ইস্রাঈলের হারানো
কুল—৫৬ যীশুর পূর্বদেশ যাত্রা—৫৮ পারস্যে যীশু—৫৯
আফগানিস্থানে যীশু—৬০ ভারতে যীশু—৬১ এক হিন্দু
রাজার সঙ্গে যীশুর সাক্ষাৎ—৬১ যীশুর মৃত্যু কাশ্মীরে—৬২

দ্বাদশ অধ্যায়—টুরীন কাপড়—৬৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়—যীশুর দ্বিতীয় আগমন—৬৬

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক পটভূমি

রোম সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশে যে দেশটি আছে তার নাম প্যালেস্তাইন। যীশুর জন্মের ৬৩ বছর আগে রোমীয়রা প্যালেস্তাইন জয় করে। দেশটির উত্তরাঞ্চলে ছোট্ট পার্বত্য সহরটির নাম নাজেরাত। এখানে মরীয়ম নামে এক ছোট বালিকা বাস করত। তাঁর পিতার নাম ইমরান এবং মাতার নাম হান্না। মরীয়মের জন্মের পূর্বে হান্না মানত করেছিলেন যে তাঁর সন্তান হবে তাকে গীর্জার কাজে উৎসর্গ করবেন। তাঁর আশা ছিল তাঁর ঘরে পুত্র সন্তান জন্মাবে এবং সেজন্য তিনি প্রার্থনাও করছিলেন। সেকালে পুত্র সন্তানদেরকে গীর্যার কাজে নেওয়া হোত। কিন্তু যখন মরীয়মের জন্ম হোল তখন হান্না কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি আল্লাহকে আফসোস করে বললেন, 'হে খোদা আমি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছি'। আল্লাহ তাঁকে বললেন যে, তিনি ভালভাবে জানেন কোন্ সন্তান দরকার।

এর থেকে অনুমিত হয় যে, এই বালিকা সাধারণ বালিকা ছিলেন না। পরন্তু আল্লাহ তাঁর মধ্যে যে সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যদ্বারা তিনি বিশেষ এবং অনন্য সাধারণ গুণবিশিষ্ট হন যা পুত্র সন্তান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। আর হান্না তাই চাচ্ছিলেন। সুতরাং মরীয়মকে ইহুদী-গীর্জায় আল্লাহর সেবিকা

পদে নিযুক্ত করা হোল। গীর্জায় মহিলা সেবিকা নিযুক্ত করা একটি ব্যতিক্রম ছিল। গীর্জার প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন হযরত যাকারিয়া। কোরআনে তাঁকে আল্লাহর নবী বলা হয়েছে। কাজেই আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে মরীয়ম হযরত যাকারিয়ার পবিত্র তত্বাবধানে লালিত পালিত হতে থাকেন। কথিত আছে, শৈশব থেকে এই বালিকা হোজরার মধ্যে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। যাকারিয়া যখনই তাঁর হোজরাতে আসতেন তখনই খাদ্যাদি দেখতে পেতেন। এই সকল উপহার গীর্জায় নিয়ে আসত দর্শকরা। আল্লাহতা'লা কেবল পার্থিব সম্ভারে তাঁকে ভরপুর করেন নি পরন্তু তাঁকে প্রচুর জ্ঞান দান করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি তৌরাতের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কঠিন কঠিন জটিল প্রশ্নের তিনি সেই বয়সে সুন্দর ভাবে উত্তর দিতেন। হযরত যাকারিয়া সময় সময় বিস্ময় প্রকাশ করতেন এবং বলতেন, 'হে মরীয়ম, তুমি কোত্থেকে এসব পেলে ?' তিনি বলতেন, 'অবশ্যই আল্লাহর তরফ থেকে ; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর জ্ঞান ভান্ডার থেকে অপরিমেয় জীবিকা দান করেন।'

৩ ঃ ৩৮

মরীয়মের থেকে এই পবিত্র উত্তর শুনে হযরত যাকারিয়ার অন্তর ভরে যেত। তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন, আল্লাহ যেন তাঁকে এরূপ এক পবিত্র সন্তান দান করেন। যদিও তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী বন্ধা অর্থাৎ সন্তানদানে অসমর্থ ছিলেন তবুও তিনি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখতেন ও সেই সর্বশক্তিমান খোদার নিকট প্রার্থনা করতেন- 'আমার অস্থিগুলো শিথিল হয়ে গেছে, মাথার চুল পেকে শুভ্রতায় সমুজ্জল। হে

আমার প্রতিপালক, তবুও আমি তোমার রহমতের উপর আস্থা হারায়নি। আমার স্ত্রী বন্ধা আমি আশঙ্কা করি, আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয়বর্গের আচরণ কিরূপ হবে। সুতরাং আমার একজন উত্তরাধিকারী দাও। যে ইয়াকুবের বংশ রক্ষা করবে ও তোমার চক্ষু নিবারণ করবে।' আল্লাহ বললেন, 'হে যাকারিয়া আমরা তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি—তার নাম হবে এহিয়া। ইতিপূর্বে কাউকে এরূপ নামকরণ করি নাই।'

(১৯ ঃ ৭-৮)

এভাবে আল্লাহর সংকল্পমত এহিয়ার জন্ম হল। আল্লাহ তাঁকে ইহুদী জাতির নবী করলেন। 'খ্রীষ্ট জগতে তিনি (এহিয়া) জন দি ব্যাপটিষ্ট' (দীক্ষাগুরু যোহন) নামে পরিচিত। তৌরাতে যে ভবিষ্যদ্বানী ছিল 'দেখ আমি তোমাদের নিকট এলিজা (ইলিয়াস) নবীকে পাঠাচ্ছি, প্রভুর আগমনের মহান ও ভয়াবহ দিবসের পূর্বে।' তদানুসারে তিনি ঈসা (আঃ) এর আগে আগমন করলেন।

ইহুদীরা বিশ্বাস করত, এলীয় নবী সশরীরে আকাশে উত্থিত হয়েছেন। মসীহ আগমনের পূর্বে তিনি ধরায় অবতীর্ণ হবেন। সত্য কথা এই যে, এলীয় নবী কোনদিন সশরীরে আকাশে উত্থিত হন নি। অতএব আকাশ থেকে তিনি কোনদিন আসতে পারেন না। বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বানী দীক্ষাগুরু যোহনের আগমনে পূর্ণ হয়েছে। তিনি এলীয় নবীর আত্মিক বিকাশ ছিলেন।

প্রশ্নাবলী ঃ

১) মরীয়মের পিতার নাম কি ? ২) মরীয়মের মাতার নাম কি ? ৩) মরীয়মের জন্ম হবার পর হান্না কেন ঘাবড়ে গেলেন ? ৪) তখন গীর্ষার ধর্মযাজক কে ছিলেন ? ৫) মরীয়ম কক্ষে যাকারিয়া কি কি

দেখতে পেতেন ? ৬) যাকারিয়ার প্রার্থনার বিষয়বস্তু কি ছিল ? ৭) যাকারিয়ার পুত্রের নাম কি ছিল ? ৮) এলীয় সম্বন্ধে ইহুদীদের কি বিশ্বাস ছিল ? ৯) যীশুর পূর্ববর্তী নবীর নাম কি ? তোমার উত্তরের ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মরীয়মের নিকট একটি পুত্রের সুসংবাদ ঃ

কাল এগিয়ে চলেছে। মরীয়ম ধীরে ধীরে বাড়ছেন। কালে তিনি একজন ভক্ত পবিত্রচেতা, সত্যবাদী রমনী নামে আখ্যায়িত হলেন। একদিন এক নিরালা কক্ষে যখন তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছিলেন এমন সময় তিনি পূর্ণ মানুষের আকৃতির এক ফেরেশতাকে দেখলেন। তিনি তাঁকে ঐশী সুসংবাদ দিলেন যে, তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে। এই দিব্য দর্শন (কাশ্‌ফ) এমনটি ছিল যে মরীয়মের মত সাধ্বী রমনীর মনে হল যেন একজন যুবক তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তখন তিনি বললেন, 'যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর তবে আমি সেই আল্লাহর শরণ নিচ্ছি।' (১৯ঃ ১৯)। ফেরেশতাটি বললেন, 'আমি তো আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য।' ১৯ ঃ ২০)

মরীয়ম চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন, কারণ তিনি ছিলেন কুমারী। তিনি বললেন, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে—যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি। আর আমি ব্যাভিচারিনী নই।' (১৯ ঃ ২১) ফেরেশতা বললেন, 'এইরূপেই হবে। তোমার প্রভু বলেন, এটি

আমার জন্য সহজ সাধ্য এবং আমরা তা করব। আমরা তাঁকে মানব কুলের জন্য নিদর্শন করব এবং এটি আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ। এ তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।' (১৯ ঃ ২৩)

এভাবে মরীয়ম পুরুষের বিনা সংসর্গে গর্ভবতী হলেন। ফেরেস্তাগণ মরীয়মের নিকট স্বপ্ন মাধ্যমে আবার আসলেন এবং তাঁকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিতে থাকলেন। তাঁর নাম হবে যীশু মসীহ-ইবনে মরীয়ম তাঁকে আরো বলা হল যে, তিনি পৃথিবীতে ও পরকালে সম্মানিত হবেন। আর ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করবেন।

যীশুর জন্ম ঃ

মানুষদের অপবাদ এড়াবার জন্য মরীয়ম সহর পরিত্যাগ করলেন। বেতেলহেমের নিকটবর্তী পাহাড়ী এলাকায় চলে গেলেন। আর সেখানেই যীশুর জন্ম হোল। বেতেলহেম সহরটি নাজেরাত থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্রতীর থেকে এর উচ্চতা প্রায় ২০০০ ফুট। এটি একটি উর্বর উপত্যকা মন্ডিত। পাহাড়ে অসংখ্য ঝর্ণা প্রবাহিত। সেখান থেকে সহরে জল সরাবরাহ হোত। প্রচুর খেজুর গাছ সেখানে। এখানেই মরীয়ম যীশুর জন্ম দিয়েছিলেন। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। গাছে প্রচুর পাকা খেজুর। 'লুক' লিখিত সুসমাচারে উল্লেখ আছে যে, রাখাল বালকেরা সারা রাত ধরে তখন গবাদি পশু চরাচ্ছিল।

যখন যীশুর জন্মের সময় হোল তখন মরীয়ম একটি খেজুর গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এটি ছিল বেতেলহেমের অদূরে পাহাড়ী উপত্যকা। এই নিরালা স্থানে মরীয়ম যীশুর জন্ম দিলেন। সন্তান প্রসবকালে যন্ত্রনায় তিনি কাতর স্বরে বলে উঠলেন, 'এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম ও লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম।' (১৯ ঃ ২৪)। এমন সময় তিনি পাহাড়ের কিনারার দিক

থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। এটি ছিল একজন ফেরেশতার ধ্বনি। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন এই বলে যে, তাঁর দুঃখ করার কোন কারণ নেই। তাঁকে বলা হল যে, তাঁর প্রভু তাঁর অবস্থানস্থলের তলদেশে একটি ঝর্ণা রেখেছেন। সেখানে তিনি ও তাঁর নবজাত সন্তান ধৌত হয়ে পবিত্র হন। ফেরেশতা বললেন, 'খেজুর গাছটির ডালটি ধরুন আর নাড়া দিন।' তা আপনাকে তাজা পাকা খেজুর দান করবে। এভাবে খাও ও পান কর আর চক্ষু শীতল কর আর যদি কাউকে আসতে দেখ বল, 'আমি রোযা রেখেছি করুণাময় আল্লাহর নামে, কাজেই আজ আমি কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।' (১৯ ঃ ২৭)

যীশুর জন্ম অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে কারণ কোন পুরুষের সংসর্গে তাঁর জন্ম হয়নি। এটি অলৌকিক হতে পারে তবে প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্গত নয়। এই ধরণের অস্বাভাবিক জন্ম ইহুদী জাতির জন্য সতর্কতামূলক ছিল—তাদের আত্মিক প্রজন্ম ক্ষমতার এখানেই শেষ। কেননা তাদের দুষ্কর্ম এমন চূড়ান্তে পৌঁছেছিল যে, তাদের একজনের মধ্যে আল্লাহর নবীর পিতা হবার যোগ্যতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটি মানুষদের নিকট একটি নিদর্শন ছিল। তা এজন্য যে, সেই মহান ভবিষ্যদ্বানীর সময় পূর্ণ হয়েছে। হযরত ইব্রাহীমের সঙ্গে আল্লাহর নবুয়তের যে অঙ্গীকার ছিল হযরত ইশহাকের বংশ থেকে তাঁর ভ্রাতা ইসমাইলের বংশে স্থানান্তরিত হওয়া। যীশু ছিলেন ইহুদী জাতির সেই শেষ নবী। ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ সাঃ যীশুর ৫৭০ বছর পরে আসলেন এবং তিনি ছিলেন, ইসমাইলের বংশধর।

ঐশী নিদর্শন—যীশুর জন্ম আসমানী নিদর্শন

বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, যীশুর জন্মের অব্যবহিত পরে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী কিছু লোক পূর্বদেশ থেকে জেরুশালেমে উপস্থিত হন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'ইহুদীদের রাজা হবে সে শিশুটি কোথায় ?' (মথি ২ ঃ ২)

এই কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা জানতে পারি একটি বিশিষ্ট তারকা যেটি 'বেতেলহেমের তারকা' নামে পরিচিত, সেটি সে সময় আকাশে উঠবে, একটি চিহ্নিত শিশুর জন্ম উপলক্ষে। এই শিশুটি ইহুদী জাতিকে পথ দেখাবে। জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী পন্ডিত-গণ সম্ভবতঃ সেই বিশেষ তারকাটি চিহ্নিত করতে পারতেন এবং জানতেন যে, সে শিশু জন্মগ্রহণ করেছেন।

এটি একটি অস্বাভাবিক নিদর্শন। ধর্মের ইতিহাস থেকে জানা যায় সময় সময় এই শ্রেণীর ঐশী নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। যার থেকে চিহ্নিত করা যায় ধর্মীয় বড় বড় ঘটনার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বর্তমানকালে ১৮৯৪ সালে একই রমযান মাসে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ ঘটেছে। আর এটি ছিল ইসলামের নবীর একটি ভবি-ষ্যদ্বানী, এযুগে ইমাম মাহদীর আগমনকে চিহ্নিত করার জন্য।

বাইবেলেও এরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। যীশুর জন্মভূমিকে সেই তারকা উদয়ে পথ প্রদর্শন করেছিল সেকালের জ্ঞানীগুণীদের। আপাত দৃষ্টিতে এটি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি, এইসকল আসমানী তারকা, চাঁদ ইত্যাদি আমাদেরকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে পথ দেখাতে পারেনা ! কারণ

আমরা যেখানে চলি তারা যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে বলে মনে হয়। বাইবেলে এও আছে যে, ঐ জ্ঞানী লোকেরা এসেছিলেন এবং যীশুর পূজা করেছিলেন। এদের কোনটি সত্য নয়। মরীয়ম যীশুর মাতা একজন ধার্মিক রমনী ছিলেন। তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং একমাত্র তাঁকেই উপাসনা করতেন সুতরাং তিনি কাউকে তাঁর সন্তানের উপাসনা করতে দিতে পারেন না।

পক্ষান্তরে, ইহুদী জাতি যারা মসীহ আগমনের অপেক্ষায় ছিল তারা যীশুকে প্রত্যাখ্যান করল। তাদের বিশ্বাস ছিল 'ইহুদী রাজা আসবেন ও তাদেরকে রোমীয়দের উপর বিজয় দান করবেন। তারা এক মহা শক্তিমান রাজার অপেক্ষায় ছিল। যিনি শক্তি ও গৌরব নিয়ে আসবেন। সুতরাং যখন তারা দেখল, যীশু এক সাধারণ ঘরের সন্তান হয়ে মসীহ দাবী করেছেন, তখন তারা তাঁকে সরাসরি অমান্য করল। ইহুদীরা সত্যই ভুল করল। যীশু কোন দিন নিজেকে পার্থিব রাজত্বের রাজার কথা বলেন নি। পরন্তু তিনি জানিয়ে দিলেন যে, পার্থিব রাজত্বের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নাই।

প্রশ্নাবলী

১) মরীয়মের নিকট যে ফেরেস্তা এসেছিলেন তাঁকে তিনি কি বলেছিলেন? ফেরেস্তা তার কি উত্তর দিয়েছিলেন? ২) যীশু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ৩) নাজেরাত থেকে বেতেলহেমের দূরত্ব কত? ৪) মরীয়ম কেন নাজেরাত ছাড়লেন? ৫) যীশুর জন্মকাল বছরের কোন সময় ছিল? ৬) যীশুর জন্মকে আমরা অস্বাভাবিক বলি কেন? ৭) ইব্রাহীমের সঙ্গে আল্লাহর কি অঙ্গীকার ছিল? ৮) কেন ইহুদীরা যীশুকে অমান্য করল? ৯) যীশু যেখানে জন্মগ্রহণ করেন সেখানে যে জ্যোতির্বিদদের পথ দেখিয়ে

এনেছিলেন বাইবেলের সেই কাহিনীটির উপর মন্তব্য কর। ১১) শিশু যীশুকে পন্ডিতগণ যে পূজা করেছিল বাইবেলের এই গল্পটির উপর মন্তব্য কর।

তৃতীয় অধ্যায়

যীশুর শৈশবকাল ঃ

যীশু ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ছেলে। তিনি তাঁর মায়ের আজ্ঞানুবর্তি ও কর্তব্য পরায়ণ ছিলেন। তিনি সবার প্রতি সদাশয় ছিলেন। পবিত্রভাবে লালিত পালিত হওয়ার কারণে তিনি শৈশব থেকে বহু জ্ঞানের কথা বলতে পারতেন। কোন কঠিন বা জটিল প্রশ্নের এমন অদ্ভুত ও স্পষ্ট উত্তর দিতেন, যা সেই বয়সের ছেলের কাছ থেকে কেউ আশা করতে পারত না।

মরীয়ম তাঁর জাতির নিকট ফেরার সময় যীশু একেবারে ছেলে মানুষ ছিল। গাধার পিঠে চড়ে তাঁরা সহরে প্রবেশ করলেন। সংবাদ লোকেদের নিকট পেঁাছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা বাড়ী থেকে বার হয়ে পড়ল ও মরীয়মকে ছেঁকে ধরল। তারা মরীয়মকে নানা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। তাঁর প্রতি অসদাচরণ করতে ছাড়ল না। তারা বিশ্বাস করত, তিনি পাপের কাজ করেছেন আর এজন্য তারা তাঁর পাপের তল্লাশী নিতে লাগলো। তারা বলল ঃ 'হে মরীয়ম, নিশ্চয়ই তুমি এক অস্বাভাবিক কাজ করেছ। তোমার পিতা দুশ্চিরিত্র ছিল না আর তোমার মাও একজন অসদচরিত্রের ছিল না।' (১৯ ঃ ২৮-২৯)

লোকেরা নানা শ্রেণীর আজে বাজে মন্তব্য করতে লাগল। মরীয়ম অন্তরে ভীষণ আঘাত পেলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি কাউকে কিছু বললেন না। পরন্তু তিনি যীশুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। উদ্দেশ্য, এরূপ একজন আশীর্বাদপ্রাপ্ত বালক, যে ইতি-পূর্বে বহু নিদর্শন দেখিয়েছেন, আল্লাহর সঙ্গে তার এরূপ সম্পর্ক সে কোনদিন পাপের ফলশ্রুতি হতে পারে না। তারা বলল, 'একটা দোলনার শিশুর সঙ্গে কেমনে আমরা কথা বলব?' বলার উদ্দেশ্য হোল এরূপ কম বয়সের ছেলে কিভাবে এরূপ জ্ঞান গম্ভীর কথা বলতে পারে?

যীশু তাদেরকে বললেন, "আমি আল্লাহর একজন গোলাম। তিনি আমাকে গ্রন্থ দান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আর আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে আশিস ভাজন করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে ও মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি" (১৯ঃ ৩১-৩৪)। লোকেরা এসব শুনে বিস্মিত হয়ে গেল। মনে হয়, আল্লাহ ইতিপূর্বে যীশুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ স্বপ্নে তিনি জেনেছিলেন আধ্যাত্মিক উন্নতির কোথায় তাঁকে উঠতে হবে। অনেক বালককে আল্লাহর সঙ্গে ভালবাসার কারণে এই শ্রেণীর নিদর্শন দেখান হয়। এমনি একটি ঘটনা পবিত্র কোরআনে হযরত ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফের বিষয়ে জানতে পারি। যখন তিনি শিশু ছিলেন তাঁকে এই শ্রেণীর স্বপ্ন দেখান হয়েছিল। তাতে তাঁর ভবিষ্যজীবন কেমন উচ্চ অধ্যাত্ম সম্পন্ন হবে তার ইঙ্গিত ছিল।

যীশুর ঐসব কথা শুনে বেশ কিছু লোক আকৃষ্ট হলো আর

মরীয়মের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ বন্ধ করতে বলল। পক্ষান্তরে অনেকেই ভাবলেন এসব কথা মরীয়ম তাকে শিখিয়েছেন আর সে তোতাপাখীর মত আওড়াচ্ছে।

যীশু নাজেরাতে বসবাস করতে লাগলেন। এটি একটি নিরালা সহর, গালীলীর পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। চতুর্দিক চারণভূমি, জলপাই আর দ্রাক্ষা ক্ষেত-আচ্ছাদিত। শৈশবকাল থেকে নবুয়তকাল পর্যন্ত যীশুর জীবনী অজানার অন্ধকারে রয়েছে। তাঁর জীবন কালের এই সময়টি সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত জানতে পারিনা।

প্রশ্নাবলী ঃ

১) যখন মরীয়ম যীশুকে নিয়ে নাজেরাতে ফিরলেন তখন লোকেরা তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছিলেন কেন ? ২) মরীয়মের প্রতি দোষারোপের কি উত্তর তিনি দিয়েছিলেন ? ৩) যীশু লোকদের কি বললেন ?

চতুর্থ অধ্যায়

যীশু আল্লাহর নবী ঃ

ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, সময়ের ব্যবধানে প্রতিটি ধর্মের অনুসারী সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইহুদী জাতিরও তাই ঘটেছিল। যীশুর আগমনের সময় বস্তুতঃ তারা আধ্যাত্মিক মৃত অবস্থায় পতিত হয়। তারা কলুষিত

ও নানাবিধ কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা অহংকারী এবং অত্যন্ত কঠোর হৃদয় সম্পন্ন হয়ে যায়। তাদের অসৎ আচরণের মধ্যে একটি ছিল এই যে, তারা ইহুদী ধর্ম শিক্ষায় প্রলেপ ঘটায় এবং নিজেদের সুবিধার্থে তৌরাতের বিধিনিষেধ বিকৃত করে। প্রকৃত পক্ষে তারা তৌরাতের শিক্ষার উপর ছিল না। তারা বিশ্বাস করত, তারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা. আর সেজন্য শাস্তিমুক্ত। তাদের নিকট আল্লাহ যীশুকে নবী করে পাঠালেন। এই মসিহর জন্য তারা অপেক্ষারত ছিল। যীশুর কাজ ছিল তাদেরকে আবার পরিবর্তন করে কোমল হৃদয় মানুষে পরিণত করা আর আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা।

যীশু যখন তাঁর ঐশীবণী প্রচার শুরু করলেন আর আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রচারে রত হলেন, ইহুদীরা তা গ্রহণ করল না, পরন্তু তাঁকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল আর ঘোষণা করল, তিনি একজন ভন্ড। যীশু তৌরাতের অন্তর্নিহিত সত্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তিনি তৌরাত বিধানের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে লাগলেন। কিন্তু ইহুদীরা তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণ করল না। পক্ষান্তরে তারা তাঁকে তৌরাতের বিধানের লংঘনকারী হিসাবে অভিযুক্ত করলেন। এই সকল অভিযোগের উত্তরে তিনি বললেন, 'মনে করিও না যে, বিধান কি ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করতে এসেছি, আমি লোপ করতে আসি নাই কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছি। কেন না আমি তোমাদিগকে সত্য বলছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হবে সে পর্যন্ত বিধানের একমাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হবে না, সমস্তই সফল হবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লংঘন করে ও লোকদিগকে সেরূপ শিক্ষা দেয় তাকে

স্বর্গ রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাবে। কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয় তাকে স্বর্গ রাজ্যে মহান বলা যাবে। কেননা আমি তোমাদিগকে বলছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্মিকতা যদি অধিক না হয় তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।' (মথি ৫ ঃ ১৭-২০)

কিন্তু ইহুদী ধর্মযাজকরা তাঁর উপদেশাবলীতে কর্ণপাত করল না। ইহুদীরা তাঁকে খোদা অবমাননার অপরাধে অভিযুক্ত করল। আর বলল, সে নিজেকে খোদা দাবী করেছে। যীশু তাদেরকে বুঝাতে চাইলেন যে, তারা ভুল করছে এবং তিনি কোনক্রমে খোদা দাবী করেন নি। কিন্তু তারা তাদের কথায় অটল রইল আর তাঁর মৃত্যু ঘটাতে চাইল। কারণ তাদের নিকট খোদা নিন্দার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

ইহুদী পন্ডিতরাও যীশুকে অভিযুক্ত করল। তারা শরীয়ত বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী—এলীয়নবীর দ্বিতীয় আগমন এ বিশ্বাস করলনা। তাদের বিশ্বাস ছিল, এলীয় নবী আকাশে উত্থিত হয়েছেন এবং সশরীরে যেমনটি বিধানে আছে, অগ্নি অশ্ব চালিত অগ্নিরথ এসেছে এবং এলীয় নবী ঘূর্ণিঝড়ে আকাশে উত্থিত হয়েছেন। ২ রাজা ২ ঃ ১১। সেখানে আরো লিখিত আছে। 'দেখ! আমি তোমাদের নিকট এলীয় নবী পাঠাচ্ছি প্রভু আগমনের মহান ও ভয়ংকর দিন আগমনের পূর্বে।' মালাকী (৪ ঃ ৫)

ইহুদীরা তাই বিশ্বাস করত, মসীহ আগমনের পূর্বে এলীয় নবী আকাশ থেকে সশরীরে নামবেন। এজন্য তারা যীশুর শিষ্যমন্ডলীকে ঠাট্টা করে বলত, 'কোথায় তোমাদের এলীয়? আমরা কিভাবে

যীশুরূমসীহ দাবী মানতে পারি এখন যখন এলীয় নবীর আকাশ থেকে অবতরণ দৃষ্টিগত হচ্ছে না ?" একবার যীশুর শিষ্যরা বললেন, ইহুদী ধর্ম যাজকরা বিদ্রূপের সাথে এলীয় নবীর আগমন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তখন যীশু বললেন, "আমি তোমাদিগকে বলছি, এলীয় এসে গেছেন এবং লোকেরা তাঁকে চিনে নাই, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তাই করেছে। তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও তাদের কাছে দুঃখ ভোগ করতে হবে। তখন শিষ্যরা বুঝলেন যে, তিনি তাদিগকে যোহন বাপ্তাইজকের কথা বলছেন।" (মথি ১৭ ঃ ১২-১৩)

যীশু ছিলেন খোদা নির্দেশিত পথে। সুতরাং তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ যথার্থ বুঝতেন। তিনি জানতেন এলীয় কখনো সশরীরে আকাশে উত্থিত হন নি। সুতরাং তিনি আকাশ থেকে নামতে পারেন না। সম্ভবতঃ তিনি খোদার কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি যোহন ব্যাপ্তাইজকের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। এলীয় নবীর দ্বিতীয় আগমনের অর্থ হল, একজন আসবেন যিনি আত্মিকভাবে এলীয়র মত হবেন। যীশু আরো বুঝতেন এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী রূপক সুতরাং সেগুলি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু ইহুদীরা তাঁর নির্দেশিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। তারা বলতে লাগল যে, যীশু একজন ভন্ড। যিনি বস্তুনিচয়কে খোদা আরোপ করছেন যা নাকি খোদা কোনদিন বলেন নি। এভাবে তারা যীশুর ঘোর শত্রুতে পরিণত হল। তাঁর উপর ও তাঁর শিষ্যদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার সুরু করল।

প্রশ্নাবলী ঃ

১) কেন শিষ্যদেরকে ইহুদীরা ঠাট্টা করত ? ২) এলীয় নবীর দ্বিতীয় আগমন বিষয়ে ইহুদীদের ধারণা কিরূপ ছিল ? ৩) যীশু কিভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটির ব্যাখ্যা করেছেন ?

পঞ্চম অধ্যায়

যীশুর শিক্ষা

খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস, ঈশ্বর তিনটি ব্যক্তিত্বে বিভক্ত। পিতা ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা-ঈশ্বর। এটিকে তারা ত্রিত্ববাদ বলে। প্রকৃত সত্য এই যে, যীশু কোনদিন ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। ইঞ্জিল কেতাবে কোথায়ও এর উল্লেখ নেই। ত্রিত্ববাদী যাবতীয় ধারণা যীশুর চিন্তাধারা বহির্ভূত। প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টানগণও তাই বিশ্বাস করতেন। প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাস করতেন যীশু এমন জন যিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং ত্রিত্ববাদ কথাটি সম্ভবতঃ ক্রুশীয় ঘটনার পর বানানো হয়েছে। যীশু সম্পর্কে যতদূর সম্ভব জানা যায়, তিনি কখনো কোন ব্যক্তিকে আদেশ করেন নি যে, তাঁকে উপাসনা কর বা দাবী করেন নি যে, তিনি খোদা। আমরা ইঞ্জিল কেতাবে এমন একটি মাত্র নির্দেশ পাই নাই যেখানে তিনি নিজেকে খোদা দাবী করেছেন অথবা বলেছেন যে, তিনি খোদা অথবা মানুষকে বলেছেন তাঁকে খোদা বলে উপাসনা করতে। পরন্তু আমরা দেখি তিনি ঈশ্বরের পূর্ণ একত্ব-বাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে এক ঈশ্বরের উপাসনা করতে আদেশ দিয়েছেন।

বাইবেলে যীশু সম্পর্কে প্রভু (Lord) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এমন কোন দলীল নেই যে, তাঁরা তাঁর সম্পর্কে এই শব্দ ব্যবহার করতেন, তাঁরা বিশ্বাস করতেন বা প্রচার করতেন যে যীশু খোদা। শিক্ষাগুরুর (Master) পরিবর্তে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। একমাত্র প্রভু ঈশ্বরের পূজা করতে যীশু শিক্ষা দিয়েছেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হোল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোনটি প্রথম? যীশু উত্তর দিলেন, 'প্রথমটি এই, হে ইস্রাঈল শুন, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে। "(মার্ক ১২ ঃ ২৮-৩১)। দ্বিতীয় আজ্ঞাটি হল এই, তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করবে। এই দুই আজ্ঞা থেকে বড় আর কোন আজ্ঞা নেই।" (মার্ক ১২ ঃ ৩১)

তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে তিনি নিজেকে সর্বদা মানুষ বলে মনে করতেন। পবিত্র কোরআনে তাঁর উক্তি হল, 'তোমার প্রভুর তরফ থেকে আমি একটিমাত্র নিদর্শন নিয়ে এসেছি।' ৩ ঃ ৫০। এর অর্থ হল তিনি আল্লাহর একজন দূত ছিলেন।

ইঞ্জিল কেতাব তা সমর্থন করে। লিখিত আছে যীশু বললেন, "আমি আপনা হতে কিছু বলি নাই। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিই আমাকে আজ্ঞা করেছেন আমি কি করব এবং কি বলব।" (যোহন ১২ ঃ ৪৯) এবং 'আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই খোদার।" যোহন ৭ ঃ ১৭ তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'আমি স্বর্গ থেকে নেমে আসি নাই কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা সাধন করবার জন্য।' যোহন ৬ ঃ ৩৮। এভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, যীশু নিজেকে খোদার একজন দূত বলে গণ্য করতেন আর নিজেকে খোদা বা খোদার পুত্র বলতেন না।

পবিত্র কোরআনে ত্রিত্ববাদ খণ্ডন ঃ

পবিত্র কোরআন বলে, 'হে গ্রন্থধারীগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর সম্বন্ধে সত্য বল। নিশ্চয় মরীয়ম নন্দন ঈসা মসীহ আল্লাহর রসুল ও তাঁর বানী যা তিনি মরীয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, এবং তাঁর করুণা। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বলোনা—'তারা তিন জন'। নিবৃত্ত হও, তোমাদের কল্যাণ হবে। নিশ্চয়ই, আল্লাহ একমাত্র উপাস্য। তিনি সন্তান হওয়া থেকে পূতঃ পবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহই কার্যসম্পাদনে যথেষ্ট। ৪ ঃ ১৭২। অন্যত্র বলেছে, 'এবং যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরীয়ম তনয় ঈসা, তুমি কি লোকদের বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার মাকে উপাস্য রূপে গ্রহণ কর? তিনি বলবেন, তুমি পরম পবিত্র, আমার কি হয়েছিল যে, যাতে আমার কোন অধিকার নেই, আমি তাই বলব? যদি আমি তাদের এ বলে থাকি, তুমি নিশ্চয় পরিজ্ঞাত আছ। আমার অন্তরে যা আছে তা তুমি জান, এবং তোমার অন্তরে যা আছে তা আমি জানিনা, নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ তা ব্যতীত তাদের আমি কিছুই বলিনি, এবং তা এই, 'আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহর উপাসনা কর' এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমি তাদের উপর লক্ষ্যকারী ছিলে এবং তুমি সর্ববিষয়ে

সাক্ষী। "যদি তুমি তাদের শাস্তি দান কর, তবে তারা তোমার দাস, আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়।" (৫ ঃ ১১৭-১১৮)

উক্ত আয়াতগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিচার দিবসে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হবে তখন যীশু ঘোষণা করবেন যে, তিনি খোদা ভিন্ন অন্য কোন উপাস্যের উপাসনা করতে লোকদেরকে বলেন নি। এই আয়াতে আরো প্রমাণ হয় যে, যীশু অন্যান্য মরণশীল মানুষের মত মৃত্যু বরণ করেছেন।

'খোদার পুত্র' নাম

ইঞ্জিল গ্রন্থে যীশুর নাম 'খোদার পুত্র' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটিকে আক্ষরিকভাবে নিলে চলবে না। পরন্তু একে রূপকভাবে নিতে হবে। আর এর অর্থ হল 'একজন যিনি খোদার প্রিয় পাত্র' এবং যিনি খোদার নিকট সম্পর্কযুক্ত। প্রাথমিক যুগের নবীদের সম্পর্কে ঐ একই শব্দ তৌরাত গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যেমন লিখিত আছে 'ইস্রাঈল আমার জাত পুত্র।' এক্সুডাস ৪ ঃ ২২। অন্যত্র দাউদ সম্পর্কে লিখিত আছে, 'আমি তাকে আমার প্রথম জাত পুত্র করেছি, সে রাজন্য বর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সামস ৮৯ ঃ ২৭, তেমনি সোলেমান সম্বন্ধে খোদা বলেন, 'তিনি আমার পুত্র হবেন এবং আমি তাঁর পিতা' ১ ক্রনিকলস ২২ ঃ ১০

যখন আমরা ইঞ্জিল কেতাব পড়ি তখন দেখি জনসাধারণকেও খোদার সন্তানদল বলে উল্লেখ আছে। যেমন আছে, 'তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাদের সন্তানসন্ততি।' মথি ৫ ঃ ৪৫

পবিত্র কোরআন, খ্রীষ্টীয় মতবাদ—'যীশু খোদার পুত্র' এ কথা

প্রকাশ্য ভাবে নিন্দা করেছে। কোরআন ঘোষণা করেছে, 'তারা বলে দয়াময় খোদা সন্তান গ্রহণ করেছে। তোমরা তো এক অদ্ভুত কথা সৃষ্টি করেছ। যার দ্বারা আসমান অচিরেই বিদীর্ন হবে, জমিন বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা খন্ডাকারে নিপতিত হবে। যেহেতু তারা দয়াময় খোদার প্রতি সন্তান আরোপ করত। সন্তান গ্রহণ দয়াময় খোদার জন্য শোভন নয়।' ১৯ ঃ ৮৯-৯৩

শিষ্যদের প্রতি যীশুর উপদেশ ঃ

আল্লাহর নবীদের মত যীশুরও প্রচার কার্যে বিরোধীতা সুরু হল। লোকেরা তাঁর ধর্ম প্রচার বন্ধ করে দিতে চাইল। এতদসত্বেও তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হতে লাগল। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসতে লাগল তাঁর আশীর্বাদ নিতে। তাঁর শিষ্যত্ব প্রথমে বরণ করল মৎস্য শিকারীদের মত গরীব ঘরের মানুষেরা ; অনন্তর তাঁর শিষ্য অনেক হয়ে গেল। তারা ইস্রাঈলদের নিকট তাঁর বাণী প্রচারে সাহায্য করতে লাগল।

যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন বৈধভাবে উপার্জন করতে ও সৎ জীবন যাপন করতে। তাদের উপার্জন যেন গরীব দুস্থদেরকে দেওয়া হয়। তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিতেন বিনয়ী ও নম্রস্বভাবী হতে। দয়া ও ক্ষমার উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে আল্লাহর বাণী প্রচারে উপদেশ দিতেন এবং যাবতীয় দুঃখ কষ্টের মোকাবেলা করতে বলতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, যে পর্যন্ত তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধনসম্পদ, মান ইজ্জত উৎসর্গ না করবেন এবং আল্লাহর জন্য ব্যক্তিগত সুখ সচ্ছন্দ বিসর্জন না দিবেন, সে পর্যন্ত তারা সফল হতে পারবেন না। কথিত

আছে তিনি বলতেন, 'তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিওনা; এখানে তো কীটে ও মরিচায় ক্ষয় করে এবং চোরে সিঁধ কেটে চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় কর। সেখানে কীটে ও মরিচায় ক্ষয় করেনা, সেখানে চোরেও সিঁধ কেটে চুরি করে না। কারণ যেখানে তোমার ধন সেখানে তোমার মন থাকবে।' মথি ৬ ঃ ১৯-২১

ধর্মের নামে যে উৎপীড়নের সম্মুখীন তাঁরা হচ্ছে সেজন্য তিনি তাদেরকে সাবধান করে বলেন, ধন্য তোমরা যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে এবং মিথ্যা করে তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। আনন্দ করিও, উল্লসিত হইও কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর।' মথি ৫ ঃ ১১-১২

ইহুদীদের হাতে যীশুর শিষ্যগণ বহু দুঃখ ভোগ করে কিন্তু ঈমানে দৃঢ় থাকে। সত্যই তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদেরকে বহু উৎসর্গ করতে হয়েছে। আর তা স্বেচ্ছায় করেছে। আল্লাহর পথে তারা ছিল অকপট! তারা যীশুর পথে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের বিশ্বাস গোপন করেনি। কিন্তু কতক ছিল দুর্বল হৃদয়ের। বাইবেলে আছে যে, পরীক্ষার সময় কিছু সংখ্যক শিষ্য দুর্বলতা প্রদর্শন করে।

যেহেতু যীশু বিশেষভাবে ইস্রাঈলগণের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে স্পষ্টরূপে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন ইস্রাঈলী ছাড়া অন্য কারুর নিকট প্রচার না করে। বর্ণিত আছে তিনি বলেন, তোমরা পরজাতিগণের নিকট যাইওনা এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না বরং ইস্রাইলকুলের হারানমেষগণের

কাছে যাও। আর তোমরা যাবার কালে এ কথা প্রচার কর, 'স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট'। মথি ১০ ঃ ৬-৭

প্রশ্নাবলী ঃ

১) ত্রিত্ববাদ বলতে খ্রীষ্টানগণ কি বলেন? ২) বাইবেলে কি কোন ত্রিত্ববাদের কথা আছে? ৩) যীশু খোদা ছিলেন না এর পক্ষে দুটি যুক্তি দাও। ৪) 'খোদার পুত্র' কথাটির মানে কি? বাইবেল থেকে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর। ৫) খ্রীষ্টীয় মতবাদ—যীশু খোদার পুত্র সম্পর্কে কোরআন কি বলে?

ষষ্ঠ অধ্যায়

যীশুর অলৌকিক ঘটনাবলী (মোজেজা)

যীশু সাধারণতঃ গল্পের ছলে কথা বলতেন। এইভাবে কথোপকথন পূর্বের ধর্মগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। আর যীশুর বচন-ভঙ্গীর ইহাই ছিল বৈশিষ্ট্য। যীশু তাঁর জাতির নিকট নানা অলৌকিক কার্যকলাপ দেখাতেন, যেমন তাঁর পূর্বের নবীগণ তাঁদের জাতির নিকট দেখিয়েছেন।

পবিত্র কোরআন আমাদেরকে এই শ্রেণীর কতক অলৌকিক কার্যকলাপের পরিচয় দেয়। কোরআনে আছে, আল্লাহ যীশুকে বনিইস্রাঈলের নিকট রসুল করে পাঠান এবং তাঁকে একটি নিদর্শন দেন—'নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট একটি নিদর্শন এনেছি। যেটি হোল, 'আমি তোমাদিগকে

কর্দম দ্বারা একটি পক্ষীসদৃশ আকৃতি গঠন করব, অতঃপর তাতে আমি ফুৎকার দিব, ফলে তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে উড়ন্ত পাখী হয়ে যাবে। আমি রাতকানা ও কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় করব এবং আমি আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করব।" (৩ ঃ ৫০)

এর অর্থ এই নয় যে, যীশু হুবহু কিছু পাখী সৃষ্টি করেছেন, কিছু মানুষকে জীবন দিয়েছেন যারা মৃত ছিলেন। কারণ এই শ্রেণীর বিশ্বাস কোরআনের শিক্ষার পূর্ণ পরিপন্থী। পবিত্র কোরআন ধারাবাহিকভাবে আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ অনস্তিত্ব থেকে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আর না সমর্থ রাখে মৃত থেকে জীবিত করতে। এই বাক্যগুলির অর্থ হল যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতেন যাতে তাদের জীবনে একটি পূর্ণ পরিবর্তন আসত। যারা তাঁকে বিশ্বাস করতেন তারা আত্মিকভাবে জীবিত হয়ে উঠতো। দুনিয়ার মানুষ স্বর্গীয় মানুষে রূপান্তরিত হতো। আর তারা উচ্চে বহু উচ্চে পাখীর মত উড্ডীয়মান হত।.....—

ইসলামী শিক্ষানুসারে অলৌকিকতা হল অস্বাভাবিক ঘটনা যা কোন মানুষ ঐশী সাহায্য ব্যতীত ঘটাতে পারে না। কিন্তু তা প্রাকৃতিক নিয়ম-বহির্ভূত নয়। কথিত আছে যে, যীশু পীড়িত, অন্ধ, বধীর ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষদের তাঁর হস্তস্পর্শে আরোগ্য করতেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়ত এগুলো হত তবে নিঃসন্দেহ, তিনি আধ্যাত্মিক অন্ধদের চক্ষুদান করেছেন আর যারা আধ্যাত্মিক বধীর তাদের শ্রবণশক্তি দান করেছেন এবং আধ্যাত্মিক পীড়িত ব্যক্তি-দেরকে আরোগ্য করেছেন।

বাইবেলেও কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। কথিত

আছে, একবার যীশুর সঙ্গে ছিলেন পাঁচ হাজার লোক। তাদের খাবার খাদ্য খুবই সামান্য ছিল। পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে তিনি সবাইকে খাওয়ালেন।

অন্য এক সময় চার হাজার লোক ছিল। যীশু তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কয়খানা রুটি আছে? তারা বলল, সাতটি রুটি আর কয়েকটি ছোট মাছ।

তখন যীশু লোকদিগকে ভূমিতে বসতে আজ্ঞা করলেন। তার পর তিনি সাতটি রুটি ও মাছ দুটি নিলেন, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। রুটিগুলো টুকরো টুকরো করলেন আর শিষ্যদেরকে দিলেন। শিষ্যরা তা সকল লোককে বন্টন করল। সবাই ভরপুর আহার করল অতঃপর যা অবশিষ্ট রইল শিষ্যরা তার থেকে পূর্ণ সাত ঝুড়ি উঠিয়ে রাখল। যারা আহার করেছিল, তারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া চারি সহস্র পুরুষ। (মথি ৩৫ঃ ৩৮)

পরিসংখ্যা কিছুটা বাড়িয়ে বলা হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ এই ধরণের অলৌকিক ঘটনা দেখার পরও অদ্ভূত লাগে যে, উপস্থিত লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করল না এবং তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করল না।

ইস্রাঈলীয়দের প্রাথমিক যুগের নবীগণের অলৌকিক ঘটনাবলী এর থেকে কম আশ্চর্যজনক নয় এমন কি নিম্নপর্যায়ের আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপরও হোত।

উদাহরণস্বরূপ বাইবেলে বর্ণিত আছে, সামসন ঐশী অনুপ্রেরণায় বহু অসাধ্য কার্য সম্পাদন করেছিলেন। বর্ণিত আছে, যখন প্যালেস্থাইনীরা লেহী সহর আক্রমণ করে তখন জুডাবাসীরা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা আমাদের আক্রমণ করলে কেন?' তারা

উত্তর করল, আমরা বন্দী সামসনকে নিয়ে যেতে এসেছি। সে আমাদের প্রতি যে আচরণ করেছে আমরা তার প্রতি সেই আচরণ করব।' অতঃপর জুডার তিন সহস্র লোক এটমের শৃঙ্গগুহায় গেল আর সামসনকে বলল, তুমি কি জাননা প্যালেস্থাইনীরা আমাদের শাসনকর্তা? সে উত্তর দিল, 'আমি তাদের প্রতি তাই করেছি যা তারা আমার প্রতি করেছে।'

তারা বলল, 'আমরা তোমাকে বন্ধন করতে এসেছি যাতে আমরা তোমাকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে পারি।' সামসন বলল, 'কথা দাও যে, আমরা নিজহাতে তোমাকে হত্যা করবনা।' তারা বলল, আচ্ছা তাই হবে, আমরা কেবল তোমাকে বাঁধব এবং তোমাকে তাদের হাতে সমর্পণ করব। আমরা তোমাকে হত্যা করবনা। সুতরাং তারা সামসনকে নূতন দুইটি দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল আর গুহা থেকে তাকে ফিরিয়ে আনল।

লেহিতে পেঁছাবার পর ফিলিসীয়রা ছুটে আসল আর চিৎকার করতে লাগল। হঠাৎ প্রভুর শক্তি তাঁকে শক্তিশালী করল আর তিনি তাঁর হাতে পায়ের দড়ি ছিড়ে ফেললেন যেন পোড়া সুতো। সম্প্রতি যে গর্দভটি মারা গিয়েছিল তার চোয়ালের হাড় দেখতে পেল। তিনি নত হয়ে তা উঠিয়ে নিলেন এবং তদ্বারা এক সহস্র লোককে হত্যা করলেন। অতঃপর সামসন গান ধরল,

'গাধার একটি চোয়াল দিয়ে
হত্যা করেছি হাজার লোকের,
গাধার একটি চোয়াল দিয়ে
রাশি রাশি জমা করেছি তাদের।'

আরো উল্লেখ আছে সামসন খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন, তিনি প্রভুকে ডাকলেন ও বললেন, তুমি আমাকে এই মহান বিজয় দান করেছ। আমি কি এক্ষণে তৃষ্ণার্ত হয়ে প্রাণ হারাব আর এই প্রতিমা পূজারী ফিলিসীয়দের হস্তে বন্দী হব? তখন আল্লাহ লেহিতে জমিনে একটি গর্ত করেদিলেন, পানি নির্গত হল। সামসন তা পান করলেন আর অনেকটা সুস্থ হলেন।

বাইবেলে অলৌকিক ঘটনার অসংখ্য কাহিনী পাওয়া যায়। যেগুলি বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করেছেন। কেউ বলতে পারবেনা সেগুলি কতদূর সত্য।

খ্রীষ্টানগণ আজকাল খুবই জোর দেন যীশুর বিনা পিতায় জন্ম গ্রহণের উপর আর এটিকে তাঁরা মহা অলৌকিক ঘটনা মনে করেন এবং এজন্য তাঁকে খোদা বলে মানেন। নিঃসন্দেহ, ইহা একটি বড় অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু বাইবেল এর থেকে আরো বড় বড় অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেছে। যেমন আছে, 'সেই যে মল্কীবেদক, যিনি সালেমের রাজা ও মহান খোদার যাজক ছিলেন·····তাঁর পিতা নাই, মাতা নাই, পূর্বপুরুষাবলি ও নাই, আয়ুর আদি কি জীবনের অন্ত নাই, কিন্তু খোদার পুত্রের সদৃশকৃত। তিনি নিত্যই যাজক থাকেন।' (ইব্রীয় ৭ঃ ১-৩)

যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন এই সকল বিবরণ, খ্রীষ্টানগণের নিকট আজকাল এর সমালোচনার কোন উত্তর নেই যে, যদি বিনা পিতায় জন্মগ্রহণে যীশু খোদা হতে পারেন তবে সালেমরাজ যিনি বিনা পিতা ও মাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি কেন উচ্চতর খোদা হতে পারেন না। সত্যই যীশু না খোদা দাবী করেছেন, না খোদার পুত্র। পক্ষান্তরে তিনি নিজেকে খোদার প্রেরিত বনি ইস্রাঈলের সত্য নবী দাবী করেছিলেন।

প্রশ্নাবলী :

১) কোরআন বর্ণিত মোজেজা (অলৌকিক ঘটনা)—যীশু পাখী সৃষ্টি করেছেন কিভাবে তুমি এই কথার ব্যাখ্যা করবে ? ২) একজন খ্রীষ্টান তোমাকে যদি বলে, যীশু বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছেন অতএব তিনি খোদা' তোমার নিকট কি দলীল আছে যে, তুমি বলতে পার তিনি খোদা নন ?

সপ্তম অধ্যায়

যীশুকে শত্রুদের হত্যার পরিকল্পনা :

ধর্মের ইতিহাস আমাদিগকে জানায় যে. যখন খোদা তাঁর রসুলগণকে এই ধরণীতে প্রেরণ করেন তখন মানুষদের অধিকাংশই তাঁর বিরোধিতা করে থাকে, তাঁদের বার্তাকে স্তব্ধ করতে চেষ্টা করে। যীশুর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তাঁর বার্তা ছিল প্রেম ও শান্তির। সমকালীন ইহুদী ধর্মযাজকগণ যীশু আনীত আধ্যাত্মিক বিপ্লব দ্বারা প্রতিহত হন। তাঁরা অবগত ছিলেন যে, যীশুর শিক্ষা তাঁদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এজন্য তাঁদের নেতৃত্ব বজায় রাখতে তৎপর হয়ে উঠলেন। কেননা তাঁরা ভীত হয়ে পড়ল এই ভেবে যে. খোদা নিযুক্ত নেতৃত্ব তাঁদের নেতৃত্ব দখল করে নিবে। তাই তাঁরা ভীষণ ভাবে বিরক্ত হয়েছিলেন এবং যীশুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাচ্ছিলেন।

তাঁরা প্রচলিত ধর্মীয় নিয়মাবলী পরিবর্তন করার অভিযোগ তাঁর উপর আরোপ করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, তাঁর শিক্ষা জনগণকে পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করছে।

এতদ্ব্যতীত তাঁদের কপটতা, অসঙ্গত আচরণ এবং নিছক রীতিনীতিতে অভ্যস্থ হওয়ার জন্য তিনি তাঁদেরকে যে ভৎর্সনা করতেন তাতে তাঁরা রোষান্বিত হয়েছিলেন।

'যীশু লোকদিগকে বলতেন, অধ্যাপকগণ (পাদ্রীদের) থেকে সাবধান, তারা লম্বা লম্বা কাপড় পরে বেড়াতে চায়, হাটবাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ, সমাজগৃহে প্রধান প্রধান আসন, ভোজে প্রধান প্রধান স্থান ভালবাসে ; তারা বিধবাদের গৃহ গ্রাস করে এবং কপট ভাবে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে, তারা বিচারে আরো অধিক দন্ড পাবে।' (লুক ২০ ঃ ৪৬-৪৭)

সুতরাং ইহুদী ধর্মযাজকগণ যীশুর বিরুদ্ধে সোচ্চার হল। তারা স্থির করল তাঁর বার্তার সমাপ্তি ঘটাতে এবং তাঁকে নাশ করতে।

জেরুশালেমে যীশু ঃ

আমরা এখন বাইবেল থেকে বলব ঃ কিভাবে যীশু বন্দী হলেন, পন্টিয়াস পীলাত কর্তৃক তাঁর বিচার ও ক্রুশীয় মৃত্যুর অধ্যাদেশ, ক্রুশ থেকে নিষ্কৃতিলাভ, শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

পাশওভার উৎসব নিকটবর্তী। দলে দলে লোক জেরুশালেম দর্শন করতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। উদ্দেশ্য—হাজার বছর পূর্বেকার মিশর দেশে ইহুদীদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিবস পালন করা। এই উৎসবটি ইহুদীদের একটি প্রধান উৎসব ছিল। গোঁড়া ইহুদীরা ঐ সময়ে পাউরুটি খেতেন না। পরন্তু তারা অগাঁজান রুটি খেতেন যা মাটযোথের (Matzoth) আকারে পাওয়া যেত।

মাটযোথ খেয়ে তারা স্মরণ করত সেই দিনের কথা যখন ইস্রাঈলরা পলাতক অবস্থায় ফোলান রুটি প্রস্তুত করার সময় পায়নি। পাসওভার উৎসবের সময় খাবারও তৈরী করা হত আর উৎসবের জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত বাসন কোসনে পরিবেশন করা হত।

কথিত আছে, যীশু এই উৎসবের সময় জেরুশালেমে গিয়েছিলেন। শিষ্যরা তাঁকে যে গর্দভটি দিয়েছিলেন তাতে চড়ে তিনি জেরুশালেমে প্রবেশ করেছিলেন। জনসাধারণ তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। তাঁর কথা শোনেন, আর তিনি যা বলতে চাচ্ছিলেন তাতে অত্যন্ত মুগ্ধ হন।

বাইবেলে আছে, 'যীশু জেরুশালেমে প্রবেশ করলে নগরময় হুলস্থুল পড়ে গেল। সকলে বলল, উনি কে? তাতে লোকসকল বলল, উনি সেই ভাববাদী গালীলের নাসরতীয় যীশু।'

(মথি ২১ ঃ ১০-১৯)

প্রধান যাজকরা এবং অধ্যাপকগণ যীশুর ক্রমোন্নতির সংবাদ পেলেন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল প্রশাসককে প্ররোচিত করে যীশুকে বন্দী করা।

'তখন প্রধান যাজকেরা এবং লোকদের প্রাচীনবর্গ কায়াফা নামক মহা যাজকের প্রাঙ্গনে একত্রিত হল আর এই মন্ত্রণা করল, যেন ছলে যীশুকে ধরে বধ করতে পারে। কিন্তু তারা বলল, পরবের সময়ে নয়, পাছে লোকদের মধ্যে গন্ডগোল বাধে।' (মথি ২৬ ঃ ২-৩)

যীশু তাদের পরিকল্পনার খবর রাখতেন। তিনি প্রয়োজনীয় সকল সতর্কতা অবলম্বন করলেন কিন্তু জেরুশালেমে অবস্থান করতে লাগলেন এবং আল্লাহর বানী মানুষদের নিকট পৌঁছাতে লাগলেন। একদিন তিনি ও তাঁর শিষ্যরা তাঁর এক শিষ্যের বাড়ীতে একসঙ্গে

আহার করলেন। উৎসব শেষ হলে তাঁরা গলি রাস্তা দিয়ে সহরের দরওয়াজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন। বন্দী হবার আশংকায় তাঁরা সহর থেকে দূরে অবস্থান করতে চাইলেন। সহর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গেথসেমেনের পথ ধরলেন। এটি একটি উদ্যান যা মাউন্ট অলিভের ঢালুতে অবস্থিত। মাউন্ট অলিভ জেরুশালেমের পূর্ব দিকে অবস্থিত পাহাড় ও মন্দিরের সামনাসামনি।

গেথসেমেনে যীশুর প্রার্থনা ঃ

যখন তাঁরা গেথসেমেনে পৌঁছালেন, যীশু তাঁদের থেকে কমবেশ এক ঢেলার পথ অন্তরে গেলেন এবং জানু পেতে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বললেন, পিতঃ যদি তোমার অভিমত হয়। আমা থেকে এ পানপাত্র দূর কর, তথাপি আমার ইচ্ছায় নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হোক। তখন স্বর্গ থেকে এক দূত দেখা দিয়ে তাঁকে সবল করলেন। পরে তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হয়ে আরো একাগ্রভাবে প্রার্থনা করলেন। আর তাঁর ঘর্ম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোঁটা হয়ে ভূমিতে পড়তে লাগল। পরে তিনি প্রার্থনা করে উঠার পর শিষ্যদের নিকট এসে দেখলেন, তারা দুঃখহেতু ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদিগকে তিনি বললেন, কেন ঘুমাচ্ছ? উঠ, প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়। (লুক ২২ ঃ ৪১-৪৬)

'পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয়বার গিয়ে এই প্রার্থনা করলেন, হে আমার পিতঃ আমি পান না করলে যদি ইহা দূরে যেতে না পারে তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক। পরে তিনি আবার এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছে, কেননা তাদের চক্ষু ভারী হয়ে পড়েছিল। আর

তিনি পুনরায় তাদিগকে ছেড়ে গিয়ে তৃতীয়বার পূর্বমত কথা বলে প্রার্থনা করলেন। তখন তিনি শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর, দেখ, সময় উপস্থিত। মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন। উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পন করছে সে নিকটে এসেছে। মথি ২৬ ঃ ৪১-৪৬

কথিত আছে, যীশুর এক শিষ্য যিহুদা তাঁকে ধোকা দেয় ও গেথসেমেনে সৈনিকদের নিয়ে আসে। 'আর যিহুদা যে তাঁকে সমর্পণ করেছিল সে, সে স্থান জ্ঞাত ছিল, কারণ যীশু অনেকবার আপন শিষ্যগণের সঙ্গে সে স্থানে একত্রিত হতেন। অতএব যিহুদা রোমীয় সৈন্যদলকে এবং প্রধান যাজকদের ও ফরীসীদের নিকট থেকে পদাতিকদিগকে প্রাপ্ত হয়ে মশাল, দীপ ও অস্ত্রশস্ত্রের সাথে সেখানে আসল।' (যোহন ১৮ ঃ ২-৩)

যীশু বন্দী হলেন ঃ

'তখন সৈন্যদল এবং সহস্রপতি ও ইহুদীদের পদাতিকেরা যীশুকে ধরল ও তাঁকে বন্ধন করল এবং প্রথমে হাননের কাছে নিয়ে গেল; কারণ, যে কায়াফা সে বৎসর মহাযাজক ছিলেন ঐ হানন তাঁর শ্বশুর। এ সেই কায়াফা, যিনি ইহুদীগণকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন, প্রজা লোকদের জন্য একজনের মরণ ভাল। যোহন ১৮ ঃ ১১-১৪। সে তার নিজের মত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, হানন বন্ধন অবস্থায় তাঁকে কায়াফা মহাযাজকের নিকটে প্রেরণ করলেন। যোহন ঃ ১৮-২৪। হানন কোন সরকারী পদে ছিলেন না তবে তিনি একজন প্রাক্তন মহাযাজক এবং প্রধান উপদেষ্টা (Sadducee) ছিলেন। নিঃসন্দেহ, তিনি একজন প্রভাবশালী

ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ এই বিচার ছিল আনুষ্ঠানিক বহির্ভূত তদন্ত। সঠিক অভিযোগ নির্ধারণ করার জন্য।' জন ড্রেন কর্তৃক বাইবেলের প্রতিবন্ধ পৃঃ ৪১৩

'তখন প্রধান যাজকগণ এবং সমস্ত মহাসভা যীশুকে বধ করবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য অন্বেষণ করল, কিন্তু অনেক মিথ্যা সাক্ষী এসে জুটলেও তা পেল না।' (মথি ২৬ ঃ ৫৯-৬০)

অবশেষে ধর্মীয় সূত্রে ঈশ্বর নিন্দার অপরাধে মহাসভা যীশুকে বধ করার ব্যবস্থা করল। রোমীয় শাসনের রীতি অনুসারে মৃত্যুদন্ড এবং তা সম্পাদনে পীলাতের অনুমোদন প্রয়োজন।

'ইহুদী বিধান অনুসারে যীশুর মৃত্যু দন্ডাদেশ জারি হল ধর্মীয় আদালত থেকে। যাতে আপামর জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হয় এবং রোমীয় বিচারপতি যিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন তাঁর উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা যায়।' ড্রেন কর্তৃক বাইবেলের মুখবন্ধের ৪২৪ পৃঃ

'আর যে লোকেরা যীশুকে ধরেছিল তাঁরা তাঁকে বিদ্রূপ ও প্রহার করতে লাগল। আর তাঁর চক্ষু ঢেকে জিজ্ঞাসা করল, ভাববাদী বল্ দেখি, কে তোকে মারল ? আর তারা নিন্দা করে তাঁর বিরুদ্ধে আরো অনেক কথা বলতে লাগল। (লুক ২২ ঃ ৬৩-৬৫)

প্রশ্নাবলী ঃ

১) ইহুদীরা কেন যীশুকে বধ করতে চাইল ? ২) যীশু কোথায় বন্দী হলেন ? ৩) বাইবেল অনুসারে কোন্ শিষ্য যীশুর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল ? ৪) সেই সংকটময় অবস্থায় যীশুর প্রার্থনা কি ছিল ?

অষ্টম অধ্যায়

যীশুর বিচার ঃ

'প্রভাত হলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে বধ করার নিমিত্ত তাঁর বিপক্ষে মন্ত্রণা করল। আর তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নিকটে সমর্পণ করল।

(মথি ২৭ ঃ ১-২)

তারা বলল, যীশু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কাজ করেছে। এতদ্ব্যতীত ধর্মীয় রীতিনীতির পরিবর্তন সাধন করার অভিযোগে তারা তাঁকে অভিযুক্ত করল এবং বলল, তাঁর শিক্ষা লোকদেরকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। এই সকল উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদী ধর্মীয় নেতারা বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর নিন্দার শাস্তি ব্যবস্থা হল মৃত্যুদন্ড। এই নিমিত্ত তারা পীলাতের নিকট যীশুর মৃত্যু দন্ডের সুপারিশ করল। আশ্চর্য, আজকাল মুসলিম ধর্মযাজকদের কেহ কেহ বিশ্বাস করে, ঈশ্বর নিন্দার শাস্তি মৃত্যু। পাকিস্তান সরকার মোল্লাতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরূপ একটি আইন পাশ করেছে যে, এই শ্রেণীর অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। সুতরাং মনে হয় অদ্যকার মুসলিম ধর্মযাজক পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে অবজ্ঞা করেছে। কেননা সেখানে এই শ্রেণীর শাস্তির কোন উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে তারা ইহুদী বিধান অনুসরণ করছে বলে মনে হয়।

'যখন পীলাত যীশুর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি শুনলেন তিনি বললেন, তোমরাই উহাকে নিয়ে যাও এবং তোমাদের ব্যবস্থামতে

তাঁর বিচার কর। ইহুদীরা তাঁকে বলল, কোন ব্যক্তিকে বধ করতে আমাদের অধিকার নাই।' (যোহন ১৮ ঃ ৩১)

তারা যীশুর উপর দোষারোপ করে বলতে লাগল, আমরা দেখতে পেলাম যে, এব্যক্তি আমাদের জাতিকে বিগড়িয়ে দেয়, কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, আর বলেন যে, আমি খ্রীষ্ট রাজা। তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইহুদীদের রাজা? যীশু উত্তরে বললেন, তুমিই বললে। যীশু বললেন, আমার রাজ্য এজগতের নয়; যদি আমার রাজ্য এজগতের হত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করত, যেন আমি ইহুদীদের হাতে সমর্পিত না হই। কিন্তু আমার রাজ্য তো এখানকার নয়।' যোহন ১৮ ঃ ৩৬

'তখন পীলাত প্রধান যাজকগণকে ও সমাগত লোকদিগকে বললেন, আমি এই ব্যক্তির কোন দোষ পাচ্ছি না। কিন্তু তারা আরো জোর করে বলতে লাগল, এ ব্যক্তি সমুদয় ইহুদীয়ায় এবং গালীল অবধি আর এখন এই স্থান পর্যন্ত শিক্ষা দিয়া প্রজাদিগকে উত্তেজিত করে। তা শুনে পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কি গালীলীয়? পরে যখন তিনি জানতে পারলেন, ইনি হেরোদের অধিকারের লোক, তখন তাঁকে হেরোদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন, কেননা সে সময়ে তিনিও জেরুশালেমে ছিলেন।

হেরোদ যীশুকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু যীশু তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। আর প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা দাঁড়িয়ে উগ্রভাবে তাঁর উপর দোষারোপ করতেছিল। আর হেরোদ ও তাঁর সেনারা তাঁকে ঠাট্টা করলেন ও বিদ্রূপ করলেন এবং জমকাল পোষাক পরিয়ে তাঁকে পীলাতের নিকট ফিরিয়ে পাঠালেন।

(লুক ২৩ ঃ ৪-৭, ৯-১১, ১৩-১৬)

পন্টিয়াস পীলাত নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করলেন, যীশু নিরপরাধ। তিনি তাই চাইলেন, যীশুকে মুক্তি দিতে। ইহুদীরা ভীষণভাবে বিরোধিতা করল। পীলাত প্রধান যাজকগণ, অধ্যক্ষগণ ও প্রজাদিগকে একত্র ডেকে তাদিগকে বললেন, তোমরা এ ব্যক্তিকে আমার নিকট এই বলে এনেছ যে, এ লোককে বিপথে নিয়ে যায়। আর দেখ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে বিচার করলেও তোমরা তার উপর যে সকল দোষ আরোপ করছ তার মধ্যে এই ব্যক্তির কোন দোষ পেলাম না; আর হেরোদও পান নি। কেননা তিনি তাকে আমাদের নিকট ফেরৎ পাঠিয়েছেন। আর দেখ, এ ব্যক্তি প্রাণদন্ডের যোগ্য কিছুই করে নাই। অতএব আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।' (লুক ২৩ ঃ ১৩-১৭)

ইহুদীরা জোর দিতে লাগল যে, সে একজন বিশ্বাসঘাতক, সুতরাং তার ফাঁসি দেওয়া উচিত।

গভর্নর চতুপার্শ্বস্ত দন্ডায়মান ইহুদী জনতার দিকে তাকালেন এবং যখন দেখলেন, অনেক ইহুদী ক্রন্দন করছে। তিনি বললেন, 'জনতাদের সকলেই তার মৃত্যু চায়না।' কিন্তু ইহুদী গুরুজনেরা বলল, 'জনতার সকলে কি এই উদ্দেশ্যে এসেছে যে, তার মৃত্যু হোক।' (নিকোডেমাসের গসপেল, পৃঃ ৫১০)

তারা পীলাতের উপর এরূপ চাপ সৃষ্টি করতে লাগল যে, তিনি যীশুকে ছেড়ে দিতে পারলেন না যদিও তিনি তখনও তাঁর জীবন বাঁচাতে উদগ্রীব ছিলেন। বিচার চলাকালীন তাঁর স্ত্রী, যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যীশুর নিরপরাধিতা বিষয়ে তাঁকে একটি বার্তা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বিচারাসনে বসে আছেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী

তাঁকে বলে পাঠালেন, সেই ধার্মিকের প্রতি তুমি কিছুই করিও না। কারণ আমি আজ স্বপ্নে তার জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছি।

(মথি ২৭ ঃ ১৯)

এসব শুনে পীলাত আর একবার ইহুদীদেরকে রাজী করাতে চেষ্টা চালালেন যাতে যীশুকে মুক্তি দিতে তারা রাজী হয়। তিনি উগ্র জনতাকে যে কোন একটি পথ বেছে নিতে বললেন, হয় যীশুর জীবনের ছাড় অথবা একজন কুখ্যাত অপরাধী বারাব্বা নামে পরিচিত ব্যক্তির। বাইবেল বলে যে, আর দেশাধ্যক্ষের এই রীতি ছিল, পাশওভার পরবের সময় তিনি জনসমূহের জন্য এমন একজন বন্দীকে মুক্ত করতেন যাকে তারা চাইত। সেই সময়ে তাদের একজন প্রসিদ্ধ ছিল, তার নাম বারাব্বা। অতএব তারা একত্রিত হলে পীলাত তাদিগকে বললেন, তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য কাকে মুক্ত করব? যীশু বারাব্বাকে না মসিহ নামী যীশুকে?

(মথি ২৭ ঃ ১৫-১৭)

তারা উত্তর করল, বারাব্বা। কেননা প্রধান যাজকরা এবং গুরুজনরা জনতাকে প্ররোচিত করেছিল যে, পীলাত যেন বারাব্বাকে মুক্ত করে, আর যীশুকে বধ করে। 'যখন পীলাত' তাদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি অপরাধ করেছে?' কিন্তু তারা আরো চেঁচিয়ে বলল, 'তাকে ক্রুশে দেওয়া হোক।' মথি ২৭ ঃ ২৩)

এমন কি তারা পীলাতকে শাসালেন এই বলে যে, তারা কৈসারের কাছে লিখবে যে, পীলাত এক ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে চায় যে, নিজেকে রাজা বলে দাবী করেছে আর এর অর্থ হল, পীলাত স্বয়ং বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী।

'পীলাত যখন দেখলেন, তাঁর চেষ্টা বিফল, বরং আরও

গোলযোগ হচ্ছে, তখন তিনি জল নিয়ে লোকদের সম্মুখে হাত ধুয়ে বললেন, এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমরাই তা বুঝবে। তাতে সমস্ত লোক উত্তর করল, এর রক্ত আমাদের উপরেও আমাদের সন্তানদের উপরে বর্তুক।'

(মথি ২৭ ঃ ২৪-২৫)

'তখন পীলাত তাদের আজ্ঞা অনুসারে মৃত্যুর আজ্ঞা দিলেন। দাঙ্গা ও নরহত্যা প্রযুক্ত কারাবদ্ধ যে ব্যক্তিকে তারা চাইল, তিনি তাকে মুক্ত করলেন। কিন্তু যীশুকে তাদের ইচ্ছার অধীনে সমর্পণ করলেন।' (লুক ২৩ ঃ ২৪-২৫)

পীলাতের তরফ থেকে এরূপ কার্যাবলী স্বীকৃতি দেয় যে, যীশু সত্যসত্যই নিরপরাধ ছিলেন, আর যে নিষ্ঠুর বিচার তাঁর প্রতি আরোপিত হয় তাতে বিচারক বাধ্য হয়েছিলেন। বাইবেলের কাহিনী থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদী সম্প্রদায় যীশুর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাঁকে শাস্তি দিবার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল। নচেৎ ইহুদী সম্প্রদায় যাজকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিচারকদের সিদ্ধান্তে হাঙ্গামার সৃষ্টি করতে পারত।

ক্রুশবিদ্ধের জন্য শুক্রবারের বিকাল স্থিরীকৃত হয়েছিল। যীশু প্রার্থনা করলেন, "প্রভু, আমার প্রভু, তোমার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। আমার সম্মুখ থেকে এই দুঃখের পেয়ালা সরিয়ে নেওয়া হোক।' তিনি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলেন, কেননা তাঁর দাবীর সত্যতা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। যীশু অবগত ছিলেন যে, ইহুদীরা যদি তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করতে সফল হয় তবে তারা তাঁকে ভন্ড বলে ঘোষণা করবে। যার অসত্যতা শেষ পর্যন্ত ঐশী ধর্ম গ্রন্থের নির্দেশে প্রমাণিত হবে—যেমনটি আছে, 'যে ব্যক্তি ফাঁসিতে মৃত্যু বরণ করে সে ঈশ্বরের অভিশপ্ত।" ডেটরনমি (২১ ঃ ২৩)

অভিশপ্ত মৃত্যু থেকে যীশুকে রক্ষার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঃ

যীশুর প্রার্থনাসমূহ গৃহীত হল এবং ঈশ্বর তাঁকে নিশ্চিন্ত করলেন যে, যীশু এই ক্রুশীয় অভিশপ্ত মৃত্যু থেকে অব্যাহতি পাবেন।

পবিত্র কোরআন বলে যে, আল্লাহ তাঁকে বললেন, 'আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব আর আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করব এবং অবিশ্বাসীদের অভিযোগের বিরুদ্ধে তোমাকে নিরপরাধ প্রমাণ করব। (৩ ঃ ৫৬)

বাইবেলও একই সংবাদ দিয়েছে। যখন ইহুদীরা যীশুর নিকট নিদর্শন চাইল, তিনি উত্তরে বললেন, এই কালে দুষ্ট ও ব্যাভিচারী লোকে নিদর্শনের অন্বেষণ করে কিন্তু যোনা (ইউনুস) ভাববাদীর নিদর্শন ছাড়া অন্য কোন নিদর্শন তাদিগকে দেওয়া হবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকবেন।'

(মথি ১২ ঃ ৩৯-৪০)

মনে রাখার মত কৌতুকজনক বিষয় এই যে, যোনার কাহিনী পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। তবে উল্লেখ নেই যে, তিনি মাছের উদরে তিনদিন ও তিনরাত্র ছিলেন। পবিত্র কোরআন বলে, নিশ্চয়ই (যোনা) রসুলগনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন তিনি ভরা নৌকার দিকে পলায়ন করেছিলেন তখন তাঁর ভাগ্য নির্নয় করা হল, ফলতঃ সে নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্গত ছিলেন। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাঁকে গিলে ফেলল। তখন তিনি হলেন ধিক্কারযোগ্য। তিনি

যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতেন তাহলে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হত মৎস্যগর্ভে। পরে আমি তাঁকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছিলাম এবং সে পীড়িত হয়ে পড়ে।"

(৩৭ ঃ ১৪০-১৪৫)

প্রশ্নাবলী ঃ

১) কোন্ আদালতে যীশুর বিচার হয়? ২) ইহুদীরা যীশুর বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ এনেছিলেন? ৩) যীশু সম্পর্কে পীলাতের স্ত্রী কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? ৪) পাশওভার পরবে পীলাত কাকে মুক্তি দিয়েছিলেন? ৫) 'যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন নি' কোরআনে এ বিষয়ে কোন্ আয়াত আছে? ৬) যখন ইহুদীরা নিদর্শন চাইল তখন যীশু তাদেরকে কোন্ নিদর্শনের কথা বললেন?

নবম অধ্যায়

যীশুকে ক্রুশে লটকানো ঃ

শুক্রবার প্রাতে, ক্রুশীয় মৃত্যুর জন্য দিন স্থির করা হয়েছিল। সহরে ভীষণ গোলমাল শুরু হল। যীশুর শত্রুদের অধিকাংশ অপেক্ষারত ছিল কিভাবে যীশুকে জনসমক্ষে অপদস্থ অপমান করা যায়।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশুর মস্তকে কাঁটার মুকুট পরান হয়। তাঁকে মারধোর করা হয় আর তাঁর প্রতি থুথু নিক্ষেপ করা হয়।

যীশুকে গলগোথায় নিয়ে যাওয়া হল, যেখানে তাকে ক্রুশে লটকানো হবে। তা ছিল ৬০০ মিটার দূরে। এক বিশাল জনতা রাস্তা দিয়ে তাঁর পিছন পিছন চলতে লাগল। তারা তাঁর প্রতি বিদ্রূপ ও অপমানজনক বাক্যবান নিক্ষেপ করতেছিল। যোহন লিখিত সুসমাচারে আছে যীশু তাঁর নিজের ক্রুশকাষ্ঠ নিজে বহন করেছিলেন।

ইহুদী রীতি অনুসারে, রোমীয় আইন যার পূর্ণ সমর্থন করে যে, সাবাত দিবসে কাউকে ক্রুশে লটকানো রাখা যায় না। শুক্রবার সূর্যাস্ত থেকে শনিবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাবাত দিবস থাকে।

তখনকার দিনে দোষী ব্যক্তির হাত পা কাঠের ক্রুশে পেরেক দিয়ে মারা হত, কোন খাবার পরিবেশন করা হত না। সুতরাং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সে মারা পড়ত। এইরূপ ধীর গতিতে মৃত্যু হতে তিন বা চারদিন লাগত। তখন এও প্রথা ছিল যে, অপরাধীর পায়ের হাড় সৈনিকরা ভেঙে দিত যাতে তার মৃত্যু হয়।

জেরুশালেম সহরের বাইরে গলগোথা পাহাড়ের উপর ক্রুশকাষ্ঠ পোতা ছিল। দৃশ্য দেখতে জনতা সেখানে ভীড় করত। যীশুর মাতা মরীয়ম, তাঁর কয়েকজন শিষ্য এবং শুভাকাঙ্খীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

'তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁর নিন্দা করতে করতে বলল, ওহে তুমি না মন্দির ভেঙে ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তোলো।'

(মথি ২৭ ঃ ৩৯)

তদ্রূপ প্রধান যাজকেরা, অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের সাথে বিদ্রূপ করে বলল, ঐ ব্যক্তি অন্যান্য লোককে রক্ষা করত, আপনাকে রক্ষা করতে পারে না। ওতো ইস্রাঈলের রাজা! এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা ওর উপর বিশ্বাস করব।"

(মথি ২৭ঃ ৪১-৪২)

'আর যে দুজন দস্যু তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল তারাও সেরূপে তাঁকে তিরস্কার করল।' (মথি ২৭ঃ ৪৪)

'যীশু আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, পিতঃ এদিগকে ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে তা জানেনা।

(লুক ২৩ঃ ৩৪)

বাইবেলে উল্লেখ আছে, ক্রুশে লটকানোর পর সারা দেশটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল যা তিন ঘন্টা ধরে চলল। কয়েক ঘন্টা ক্রুশে থাকার পর যীশু দুঃসহ যাতনায় চিৎকার করে উঠলেন, 'এলি এলি, লামা সাবাক্তানী,' যার অর্থ হল, ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?

অতঃপর তিনি বললেন, 'আমার পিপাসা পেয়েছে।' সেখানে সিরকায় পূর্ণ একটি পাত্র ছিল; তাকে লোকেরা সিরকায় পূর্ণ একটি স্পঞ্জ এসোবনলে লাগিয়ে তাঁর মুখের নিকটে ধরল।

(লুক ১৯ঃ ২৯)

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁর মাথা ঝুঁকে পড়ল আর মনে হল তিনি ঝিমিয়ে পড়েছেন। 'যীশু মানসিক আঘাত পেলেন এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, কেননা মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ কমে গিয়েছিল। তাঁর ফ্যাকাশে ত্বক ও অচলতা মৃতবৎ মনে হয়েছিল এবং নিঃসন্দেহ যে, দর্শকরা বিশ্বাস করে ফেলল যে, তিনি মারা গেছেন।' (জারনাল

অব রয়াল কলেজ অব ফিজিসিয়ান, লন্ডন ঃ ভলুম ২৫ নং ২, এপ্রিল ১৯৯১, আরটিকল বাই ট্রেভর এ, লয়েড ডেভিস পৃঃ ১৬৮)

মনে হল যেন কোন ভূমিকম্প সে সময় সারা সহরকে কাঁপিয়ে তুলেছে। বাইবেল বলে, 'ভূমিকম্প হল ও শৈল সকল বিদীর্ন হল।' (মথি ২৭ ঃ ৫১) লোকেরা ভীত হল ও পালিয়ে গেল।

সাবাত যখন নিকটবর্তী হচ্ছিল ; সৈন্যরা দুজন দস্যুর পা চূর্ণ করে দিল। তারা জীবিত ছিল। যখন তাদের পা ভাঙা হল তখন তাদের মৃত্যু হল। কিন্তু যখন সৈন্যরা যীশুর নিকট আসলেন তারা ভাবল যীশু পূর্বেই মারা গেছে। তবুও একজন সৈন্য বর্শা দিয়ে তাঁর কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করল। অমনি রক্ত ও পানি বার হল।

(যোহন ১৯ ঃ ৩৪)

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যীশুর পা ভাঙা হয় নাই। রক্ত ও পানি দেহ থেকে নির্গত হওয়া প্রমাণ করে যে, যীশু সে সময় জীবিত ছিলেন। কেননা চিকিৎসাবিদ্যা বলে যে, রক্ত ও পানি মৃতদেহ থেকে বার হতে পারে না। যদি তিনি মৃত হতেন তাঁর হৃৎপিন্ড স্পন্দিত হত না এবং এরূপ রক্তপাত যা রক্তকে প্রবাহিত করে কখনো সম্ভব হত না।

যীশুর উদ্ধার প্রাপ্তি ঃ

যীশুর অনুসারীদের একজন যিনি তখনো তাঁর প্রকাশ্যভাবে শিষ্য হন নি কিন্তু অন্তরে তাঁকে বিশ্বাস করতেন সে ছিল আরিমাথিয়ার যোশেফ। তিনি ছিলেন ধনী ব্যক্তি এবং প্রভাবশালী এবং পীলাতের নিকটজন। যীশুর দেহ তাঁর নিকট সমর্পিত হয়েছিল।

বাইবেল বলে যে, 'আরিমাথিয়ার যোশেফ নামক একজন সম্ভ্রান্ত

মন্ত্রী আসলেন, তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করতেন। তিনি সাহসপূর্বক পীলাতের নিকট গিয়ে যীশুর দেহ যাচ্ঞা করলেন। কিন্তু যীশু যে এত শীঘ্র মরে গিয়েছেন তাতে পীলাত আশ্চর্য জ্ঞান করলেন এবং সেই শতপতিকে ডেকে, তিনি তার মধ্যে মরেছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করলেন। পরে শতপতির নিকট থেকে জেনে যোশেফকে দান করলেন।' (মার্ক ১৫ ঃ ৪৩-৪৫)

এভাবে যোশেফের তত্ত্বাবধানে শিষ্যরা পট্টবস্ত্রে দেহটিকে ঢেকে স্থানান্তরিত করেন আর একটি কবরে রাখেন যেটি নিরেট পাথর কেটে তৈরী করা হয়েছে। তারপর কবরের মুখে একটি বৃহৎ পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেয়। কবরটি যীশুর অবস্থানের জন্য যথেষ্ট ছিল। সেখানে এক দুজন সহগামী বসতে পারেন ও তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন। বোঝা যায় যে, মাত্র কয়েকজন ভক্ত জানতেন যে, যীশু জীবিত আছেন। সবার মত বাকি শিষ্যরা বিশ্বাস করত যে, যীশু ক্রুশে মারা গেছেন। বাইবেল এইসকল শিষ্যদের কবরে যাতায়াতের উল্লেখ করেছে এবং সবকিছু করা হয় অতি সতর্কতায় ও সঙ্গোপনে।

বাইবেল বলে, 'আর যে স্ত্রীলোকেরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে এসেছিলেন, তাঁরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে সেই কবর এবং কি প্রকারে তাঁর দেহ রাখা যায়, তা দেখলেন পরে ফিরে গিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করলেন।' (লুক ২৩ ঃ ৫৫-৫৬

বাইবেল আরো বলে যে, যীশুর অন্য একজন শিষ্য এবং সেকালের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক, নীকদীম, 'যিনি যীশুকে সেরাত্রি প্রথম দেখতে এসেছিলেন, সেই নীকদীমও আসলেন গন্ধ-রসে মিশ্রিত অনুমান ত্রিশ কেজি অগরু নিয়ে।'

(যোহন ১৯ ঃ ৩৯)

প্রকৃত কথা এই যে, মলম যা পূর্ব থেকে প্রস্তুত করা হয়েছিল তা তাঁর ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা হল। এই মলমটির সব কটি উপাদান ঘা শুকোবার এবং যন্ত্রণা দূর করার গুনবিশিষ্ট ছিল।

এই আশ্চর্য মলম 'মারহামি-ঈসা' বা 'যীশুর মলম' নামে ইতিহাসে, বিভিন্ন চিকিৎসার গ্রন্থে লিখিত আছে। পশ্চিম দেশে বিখ্যাত চিকিৎসা গ্রন্থে আছে যা ক্যানন অব অ্যাডাইসিনা নামে পরিচিত। বহু শতাব্দী ধরে গ্রন্থটি ইউরোপে চিকিৎসার পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হত।

তারা আবার অগরুও ওষধি দিয়ে গুহাটিতে ধোঁওয়া দিল যার বলবর্ধক গুন যীশুকে সজ্ঞানে ফিরিয়ে আনতে পারে।

এভাবে যীশু সাবাত দিবসে কবরে রইলেন। কয়েক ঘন্টা যাবৎ তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন না। ইতোমধ্যে সেই অগরুও পাটের পটি তাঁর ঘায়ের জন্য উত্তম ড্রেসিং এর কাজ করল। The Passover Plot by Hugh J. Scon'ield পৃঃ ১৭০ Publfshed by Mac-donald a d Jane's London 1974.

কিয়ৎক্ষণ পরে যীশু কবরে এরূপ আরোগ্যলাভ করলেন যে, তিনি চলতে পারবেন।

কবরে ইহুদীদের চৌকির ব্যবস্থা :

ইহুদীরা যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে নি। তারা স্মরণ রেখেছিল যীশুর সেই ভাববাণী যে, তিনি তাদেরকে ইউনুসের মোজেজা দেখাবেন এবং পৃথিবীর মধ্য থেকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে আসবেন। সুতরাং প্রধান ধর্মযাজক এবং ফরিশীরা

পুনরায় পীলাতের নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন, 'মহাশয়, আমাদের মনে পড়ছে এই প্রবঞ্চক জীবিত কালীন বলেছিল, তিন দিনের পরে আমি উঠব। অতএব তৃতীয় দিবস পর্যন্ত তার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা করুন।' (মথি ২৭ ঃ ৬৩-৬৪)

পীলাত তাদিগকে বললেন, তোমাদের নিকট প্রহরি দল আছে, তোমরা গিয়ে যথাসাধ্য রক্ষা কর। তাতে তারা গিয়ে প্রহরিদলের সঙ্গে সেই পাথরে মুদ্রাঙ্ক দিয়ে কবর রক্ষা করতে লাগল।'

যীশুর উদ্ধারলাভ ও শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঃ

প্রহরিদল থাকা সত্বেও এবং কবরে মুদ্রাঙ্ক দেওয়া সত্বেও তৃতীয় দিবস আগমনের পূর্বে যীশু কবর ত্যাগ করলেন। মথির সুসমাচারে উল্লেখিত আছে, মনে হল আর একটি ভয়াবহ ভূমিকম্পে পাথরটিকে হটিয়ে দিল। 'প্রহরিগণ ভীত হয়ে কাঁপতে লাগল এবং মৃতবৎ হয়ে পড়ল।' (মথি ২৮ ঃ ৪)

'পরে সপ্তাহের প্রথম দিন মগ্দলীনী মরীয়ম, যাকোবের মাতা মরীয়ম এবং শালোমী সূর্য উদিত হলে কবরের নিকট আসলেন। তাঁরা পরস্পর বলাবলি করছিলেন, কবরের দ্বার থেকে কে আমাদের জন্য পাথরখান সরিয়ে দেবে? এমন সময় তাঁরা দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, পাথরখান সরানো হয়েছে। কেননা তা অতি বৃহৎ ছিল। (মার্ক ১৬ ঃ ১-৪)

কবরে প্রবেশ করার পর তাঁরা দেখলেন একজন যুবক শুভ্র পোষাকে ডানদিকে বসে আছেন। তাঁরা বিস্মিত হলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, 'তিনি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাচ্ছেন যেমন

তিনি তোমাদিগকে বলেছিলেন, সেখানে তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে।' (মার্ক ১৬ ঃ ৭)

কবর থেকে উদ্ধারলাভের পর যীশু বিভিন্ন সময়ে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এমন কি যখন কিছু সংখ্যক শিষ্য যাঁরা অবিশ্বাসী হয়েছিল যীশু তাঁদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি সেই একই ব্যক্তি যাঁকে ক্রুশে লটকানো হয়েছিল এবং তিনি ভূত নন। সম্ভবতঃ তিনি গালীলের পথে জেরুসালেম থেকে বেরিয়ে ছিলেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। যাত্রা শুরুকালে জেরুশালেম থেকে এগারো কিলো মিটার দূরে এমমাউস নামক গ্রামে দুজন শিষ্যের সঙ্গে যীশুর সাক্ষাৎ হয়। প্রথম প্রথম তাঁরা তাঁকে চিনতে পারেন নি। 'পরে তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেই গ্রামের নিকট উপস্থিত হলেন। আর তিনি অগ্রে যাবার লক্ষণ দেখালেন।' লুক ২৪ ঃ ২৮। তিনি গ্রামের অভ্যন্তরে যেতে চাইলেন না পরিচিতি হবার ভয়ে।

অন্য সময়ে তিনি কয়েকজন শিষ্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাতে তাঁরা মহা ভীত ও ত্রাসযুক্ত হয়ে মনে করলেন, ভূত দেখছে। তিনি তাঁদিগকে বললেন, কেন উদ্বিগ্ন হচ্ছ? তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন হচ্ছে? আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং; আমাকে স্পর্শ কর আর দেখ; কারণ আমার যেমন দেখছ ভূতের এমন অস্থি মাংস নাই। এই বলে তিনি তাঁদিগকে হাত ও পা দেখালেন। তখনও তাঁরা আনন্দ প্রযুক্ত অবিশ্বাস করছিলেন এবং আশ্চর্য জ্ঞান করছিলেন, তাই তিনি তাঁদিগকে বললেন, তোমাদের কাছে এখানে কি কিছু খাদ্য আছে? তখন তাঁরা তাঁকে একখানি ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তা নিয়ে তাঁদের সাক্ষাতে ভাজন করলেন।' (লুক ২৪ ঃ ৩৭-৪৩)

বাইবেলে আছে যে, যখন তাঁর শিষ্যদের একজন থমাস জানতে পারলেন যীশু জীবিত ও সুস্থ আছেন তিনি বললেন, 'আমি যদি তাঁর দুই হাতে পেরেকের চিহ্ন না দেখি ও সেই পেরেকের স্থানে আমার অঙ্গুলি না দিই এবং তাঁর কুক্ষিদেশ মধ্যে হাত না দিই তবে কোন মতে বিশ্বাস করব না।' (যোহন ২০ ঃ ২৫)

সুতরাং যখন তিনি অন্যান্য শিষ্যদের সহিত যীশুর সাক্ষাৎ করলেন, যীশু তাঁকে পেরেকের দাগ কোথায় দেখালেন এবং থমাসকে বললেন, সেই স্থানে তাঁর আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিতে যেখানে পেরেকের দাগ রয়েছে, আর তাঁর কুক্ষিদেশে, যাতে তিনি স্বয়ং দেখেন যে, তিনি তাঁর পূর্বের সেই দেহেই জীবিত আছেন এবং তিনি ভূত নহেন।

এভাবে যীশু যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হল। যেমন ইউনুস (যোনা) জীবিত অবস্থায় হাঙ্গরের পেটে ঢুকেছিলেন, সেখানে জীবিত ছিলেন যদিও অজ্ঞান অবস্থায়, আর জীবিত অবস্থায় বের হয়ে এসেছিলেন, সেরূপ যীশু কবরে জীবিত অবস্থায় ঢুকেছিলেন, সেখানে জীবিত ছিলেন, যদিও অজ্ঞান অবস্থায় এবং বের হয়ে এসেছিলেন জীবিত অবস্থায়।

প্রশ্নাবলী ঃ

১) ক্রুশ কাঠটি কোথায় পোঁতা ছিল? ২) 'এলি এলি, লামা সাবাক্তানি' কথাটির অর্থ কি? ৩) কেন লোকেরা ভেবে ছিলেন যে যীশু মারা গেছেন? ৪) যীশু ক্রুশে কতক্ষণ ছিলেন? ৫) কিভাবে আপনি বলতে পারেন যে, যীশু জীবিত ছিলেন অজ্ঞান অবস্থায় যখন তাঁকে ক্রুশ থেকে নামানো হয়?

৬ আরিমাথীয় যোশেফ কে ছিলেন ? তিনি যীশুর দেহকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন ? ৭) যীশু কবরে কতক্ষণ ছিলেন ? ৮) যীশুকোবার পর যীশু কোথায় গিয়েছিলেন ? ৯) শিষ্যরা কেন মনে করেছিলেন যে, তিনি ভূত ? ১০) যীশু কিভাবে তাঁদের ভয় দূর করলেন এবং জানলেন যে, তিনি ভূত নন ? ১১) যীশু ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন, পৃথিবীর মধ্য থেকে তিনি জীবিত অবস্থায় বার হয়ে আসবেন যেমন ইউনুস (যোনা) নবী হাঁঙ্গরের পেট থেকে জীবিত বের হয়ে এসেছিলেন। কিভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়

যীশুর বিচারের ইতিহাস ঃ

যীশুর বিচারসহ এ পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটেছে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তা সহজে বোধগম্য নয়।

'সুসমাচার থেকে যীশুর দুই প্রকারের বিচার পাওয়া যায়। একটি ছিল, ইহুদী কর্মকর্তাদের পূর্বেকার, যখন তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ম বিষয়ে অপরাধ জনিত অভিযোগ আনা হয়েছিল। অপরটি ছিল রোমীয় নেতা পন্টিয়াস পীলাতের পূর্বেকার, যখন তাঁর রাজনৈতিক অপরাধজনিত অভিযোগ আনা হয়েছিল। সম্ভবতঃ মৃত্যুদন্ডদানের কোন অধিকার ইহুদীদের ছিল না। আর এজনাই তাদের প্রয়োজন ছিল রোমীয় নেতার সহযোগীতা।—···

এর থেকে ভালভাবে অনুমিত হয় যে, যীশুর শত্রুরা ইহুদী

আদালতে তাঁর ঈশ্বরনিন্দার বহু অভিযোগ এনেছিলেন। আর যাতে রোমীয় আদালত থেকে মৃত্যুদন্ড হাসেল করা যায় তজ্জন্য অভিযোগগুলিকে রাজনৈতিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করা হয়।' An Itroduction to Bible by John Drane পৃঃ ৪১৩।

'মার্ক এবং মথির বর্ণনামতে যীশুকে বন্দী করা হয় কয়েকজন হীনমন্যব্যক্তিদের দ্বারা যাদেরকে মহাযাজক গড়ে তুলেছিলেন। এই দলকে তিনি নির্দেশ দিতেন যেন তাঁরা স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে দস্যু ধরার কাজে প্রহরী নিযুক্ত হয়েছেন। যীশুকে মহাযাজকের নিকট হাজির করা হয় এবং তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় প্রধান যাজকমন্ডলী এবং পরিষদের সম্মুখে সাক্ষীস্বরূপ। সাক্ষীরা একমত হতে পারেন নি ; যীশু মহা যাজককে বলেন যে, তিনি হলেন 'মসীহ' এবং মনুষ্যপুত্র শীঘ্রই দৃশ্যমান হবেন গৌরবজ্জ্বল আকাশে, মহা যাজক এই ঈশ্বর নিন্দাতে ঘোষণা করলেন এবং মন্ত্রণাসভা তাঁকে বধ করার উপযুক্ত ঘোষণা করল। প্রাতে আলোচনার জন্য দ্বিতীয় মন্ত্রণাসভা বসে কিভাবে তাঁকে বধ করা যাবে। কাজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পীলাতের নিকট সমর্পণ করা।' Unauthorised Version by Robin Lane Fox Published by Penguin Groups London 'Viking' in 1991, পৃঃ ২৯৫।

'লুকের বিবরণ সূক্ষ্মভাবে আলাদা। যীশু মন্দীরের পুলিশ দ্বারা বন্দী হন ; তাঁকে মহাযাজকের বাড়ীতে আনা হয়। কিন্তু সেখানে রাত্রিকালীন কোন মন্ত্রণাসভার উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র প্রাতঃকালীন একটি সভায় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ঃ প্রথম ঃ তিনি কি 'খ্রীষ্ট' ? দ্বিতীয় ঃ তিনি কি 'খোদার পুত্র' ? আর সকলেই তাঁকে

পীলাতের নিকট নিয়ে এল।' Unauthorised Version by Robin Lane Fox, published by Penguin Group London Viking in 1991 পৃঃ ২৯৬।

'৪র্থ' সুসমাচারে ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে নেওয়া হয়েছে।.....ইহুদীদের পরিষদের নিকট যীশুকে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। তাঁকে প্রথমে মহাযাজকের শ্বসুর হাননের নিকট আনায়ন করা হয়। যেখানে কেবল তাঁর শিষ্যদের সম্বন্ধে ও তাঁর শিক্ষা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়।.....সেখান থেকে তাঁকে মহা যাজক কায়াফার বাড়ীতে যেতে হয় আর সেখান থেকে পীলাতের বাসায়।' Unauthorised Version by Rabin Lane Fox, published by Penguin group London Viking in 1991 পৃঃ ২৯৮।

বাইবেলের বর্ণনা মতে যীশুর বিচার পীলাতের নিকট এবং সম্ভবতঃ হেরোদের নিকট হয়েছিল বলে মনে হয় এবং সব কিছু শুক্রবার প্রাতে ঘটেছিল যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। 'বুঝতে অসুবিধা হয় যে, যীশুকে পীলাতের সম্মুখে হাজির করা হয়েছিল সকাল ৬ ঘটিকার আগে যখন কিনা ইহুদীদের দিন আরম্ভ হয়। আবার সব কিছু তিন ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে গেল এবং যীশু প্রাণদন্ডের স্থলে হাজির হলেন। সেই অবসরে পীলাত যীশুর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ শ্রবণ করে ফেললেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তাঁর বক্তব্য শুনলেন এবং রীতি অনুসারে একজন বন্দীর মুক্তিদানের ওজরের উত্তর দিলেন এবং লোকেরা বারাব্বাকে মনোনীত করলেন। আর তিনি যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হোক দাবী স্বীকার করলেন। আর আদেশ দিলেন, তাঁকে বেত্রাঘাত করা হোক, সৈন্যরা তাঁকে নিয়ে গেলেন আর তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা তামাশাও করলেন আর তাঁকে

সহর থেকে বেশ দূরে গলগোথায় ধীর গতিতে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। পীলাত অবশ্যই যীশুকে দোষী বলে ঘোষণা করলেন অস্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গে। অপরাপর সূত্র থেকে পাওয়া যায় এগুলি হতেই পারে না।

মথির মতে পীলাতের স্ত্রী তাঁর নিকট একটি স্বপ্নের কথা বলতে পাঠালেন, যা তিনি দেখেছিলেন এবং তাঁকে অনুনয় করেছিলেন যাতে তিনি যীশুর বিরুদ্ধে আরো অগ্রসর না হন। আর দেশাধ্যক্ষ দন্ডাদেশ কার্যকরী করতে এতই অনিচ্ছুক ছিলেন যে, তিনি পানি চাইলেন এবং জনসমক্ষে তার হাত ধুইলেন আর জানাতে চাইলেন যে, তিনি নিরপরাধ।

লুক দেরী ঘটাবার অন্য তত্ত্ব পেশ করেছেন। পীলাত জানতে পারলেন যে, যীশু গালীলীয়বাসী। তাই তাঁকে হেরোদএন্টিপাসের নিকট পাঠালেন, যিনি জেরুশালেমে তাঁর প্রাসাদে বাস করতেন। The Passover Plot by Hugh J. Schonfield Published by Macdonald and Jone's London 1974, পৃঃ ১২৮-১২৯।

তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনা যে, যীশুর বিচার শেষ হওয়া মাত্র ক্রুশীয় মৃত্যুর জন্য পাঠানো বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ ক্রুশীয় মৃত্যুর প্রস্তুতি কেবলমাত্র ক্রুশীয় মৃত্যুর আদেশদানের পর হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই এই প্রস্তুতির জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। স্পষ্টতঃ এই সকল কার্য শুক্রবার প্রাতে ঘটা সম্ভবতঃ উপযুক্ত হতে পারে না।

এদিকে পাশওভার পর্বের একটি সমস্যাও আছে যেটিকে এর সঙ্গে আমাদের সমাধান করা দরকার। যে নির্দিষ্ট সপ্তাহে যখন যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হল, পাশওভার পর্ব সেই সময়ে চলছিল আর এটি ছিল একটি বিশেষ ছুটির দিন। সুসমাচার থেকে এই সকল

তত্ত্ব একত্রিত করে আমরা জ্ঞাত হই যে, মনে হয়, সংক্ষিপ্ত বিবরণ দানকারী লেখকগণ (মথি, মার্ক ও লুক) ভেবেছিলেন যে, শুক্রবার ছিল পাশওভার পর্ব, পক্ষান্তরে যোহন বিশ্বাস করতেন যে, সে বৎসর পাশওভার পর্ব পড়েছিল সাবাত দিবসে।' An Introduction to the Bible by John Drane পৃঃ ৪২৭।

যেভাবে মার্ক, মথি ও লুক বর্ণনা করেছেন যে, শুক্রবার ছিল পাশওভার পর্ব যদি আমরা তা গ্রহণ করি তবে বিবেচনা করতে পারি না যে, বিচার তা ইহুদীদের দ্বারা হোক বা পীলাত দ্বারা হোক, একটি ছুটির দিনে ঘটেছিল।

'ইহা অত্যন্ত অসদৃশ হয় যে, যীশুর বিচার, দোষী সাব্যস্তকরন, ক্রুশকাঠিতে লটকানো পাশওভারের মত গুরুত্বপূর্ণ পর্বের মধ্যেই ঘটেছিল। বিশেষভাবে ইহা অসদৃশ যে, একজন রোমীয় দেশাধ্যক্ষ এতই অবুঝ যে, এমন একজন জনপ্রিয় ব্যক্তির প্রকাশ্য প্রাণদন্ডাদেশ দিবার দায়িত্ব নিচ্ছেন এমন এক সময়ে যখন জেরুশালেম তীর্থ যাত্রীতে ভরপুর। আর এরূপ কাজ করা এই মহা পর্ব দিবসকে কলুষিত করে এবং অতি সহজেই ইহুদীদের মধ্যে গন্ডগোল বাধায়।

যীশুকে কোন পর্বের মধ্যবর্তীসময়ে বিচার করা হবে এটি ইহুদীদের পাশওভার আইনের বিরুদ্ধে ছিল। পাশওভার পর্বের দিনে সব ধরণের কাজকর্ম নিষিদ্ধ এবং এটি সানহেদ্রিন (Sunhedrin) পুস্তকেও আছে।' An Introduction to the Bible by John Drane পৃঃ ৪২৬।

চতুর্থ সুসমাচার বর্ণিত মত ধরে বলা যায় যে, পাশওভার ছিল শনিবার। উপরিউক্ত অভিযোগগুলি তখন খাটে যখন বলা যায় যে, ঐ সকপ কার্য্য কোনদিন অত অল্প সময়ে ঘটতে পারে না। মনে

হয়, সাধু যোহন এই সমস্যা অবগত ছিলেন যে, কোন পর্ব দিবসে কোন বিচার হতে পারেনা। তাই তিনি সমাধানের জন্য চেষ্টা করেছেন এই প্রস্তাব দিতে যে, পাশওভার পর্ব শনিবার পড়েছিল আর তা শুক্রবার ছিল না। যাই হোক, প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে যে, যীশুর প্রাণদন্ডের জন্য ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় আইনকে উপেক্ষা করেছিল। আর এটি হতেই পারেনা কারণ আমরা জানি যে, ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় আইনের গোঁড়া অনুসারী। চতুর্থ সুসমাচার আমাদের জানায় যে, ইহুদীরা রোমীয় আদালতে ঢোকেন নি এই ভয়ে যে, পাছে তারা পাশওভার সন্ধায় অপবিত্র হয়ে যায়। তাছাড়া ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ইহুদীদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের অভিযোগগুলির প্রথমটি ছিল এই যে, যীশুর প্রাণদন্ডের জন্য আইন ভঙ্গ করতে তারা কোনদিন তাদিগকে দোষী করবেন না ;' An Introduction to the bible by John Drane, পৃঃ ৪২৫।

বাইবেলের বিবরণগুলি থেকে বোঝা যায় যে, যীশুকে বৃহস্পতিবার সন্ধায় বন্দী করা হয়। আর রাত্রিতে ইহুদী অধ্যক্ষরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মার্ক ও মথির বর্ণনা মতে রাত্রিতে এবং পুনরায় পরদিন প্রত্যুষে তিনি ইহুদী পরিষদের সম্মুখীন হন।

কোন কোন খ্রীষ্টান পন্ডিতের এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে এবং তাঁরা বলেন যে, ইহুদী পরিষদে রাত্রিকালীন মন্ত্রনাসভার বৈঠক কোনদিন ছিল না। যেমন একজন বলেন, 'অধিকাংশ ইহুদী পন্ডিতবর্গের দ্বারা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে বলা হয় যে, সানহেদ্রিন (Sunhedrin উপলক্ষে রাত্রিব্যাপী মন্ত্রণাসভার ঐতিহাসিক সত্যতা মহাইহুদী পরিষদ চরমভাবে সন্দেহ পোষণ করে। কোন নিয়মিত সানহেদ্রিন সভা হয়নি। পরবের সময় উপযুক্ত প্রতিনিধিগণকে

আহ্বান করার অসুবিধাবলী যীশুকে সারারাত্র ধরে রাখার থেকে অধিকতর মঙ্গলজনক ছিল।' Jesus the vidence by Ian Wilson, Publish by Weidenfeld & Nicolson, London 1984 পৃঃ ১২১

প্রভাতকালের পূর্বে যে কোন মন্ত্রণাসভা বসানোর বিষয়ে একই যুক্তি প্রয়োগ করা যায়।

সানহেড্রিনের উপর ইহুদী অধ্যাপকদের রচনাবলী যা লিখিত হয়েছে সি-২০০ যা বলে যে, এই মন্ত্রনাসভাগুলি রাতকে ছেড়ে দিলেও সাবাত দিবসে বা অন্য কোন পর্বের দিবসে অনুষ্ঠিত হয় নাই।' Un authorised Version পৃঃ ২৮৯।

তাছাড়া বিবরণটি সঠিক কিনা প্রশ্নে বলা হয়েছে যে, সানহেড্রিন এর জন্য তা ছিল অসদৃশ। আইনঘটিত ব্যাপার প্রয়োগে ইহুদী সর্বোচ্চ আদালত মহাযাজকের গৃহে উপস্থিত ছিল জনসভার সঠিক স্থান।' The Trial of Jesus of Nararеth by S.G,F. Crandon, Publish by Bstsford Ltd, London 19y8 পৃঃ ৮৭

ঐতিহাসিকগণ যুক্তি দেখান যে, এই ধরণের কোন নিয়ামত সানহেড্রিন অর্থাৎ রাত্রিকালীন ইহুদী পরিষদের মন্ত্রণাসভা হেরোদের শাসনকালে অথবা রোমীয় উত্তরাধিকারীদের জুডিদেশে অনুষ্ঠিত হয়নি।' Unauthorised Verson পৃঃ ২৯১।

সুতরাং আমরা মীমাংসা করতে পারি এই বলে যে, সানহেড্রিনের কোন রাত্রিকালীন মন্ত্রণাসভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

ইহুদী বিধানের আবশ্যকতা এবং বাইবেলের মতে ঘটনাবলীর পর্যায়ক্রম বিবেচনা করলে ইহা অসদৃশ বলে মনে হয় যে, যীশুর বন্দী হবার পর বৃহস্পতিবার সানহেড্রিনের পূর্ণ বৈঠকে যা ৭০ জন

সদস্য সমন্বিত ছিল এবং যা রবিবারের পূর্বে ছিল; যেহেতু শুক্রবার ছিল পাশওভার আর শনিবার ছিল সাবাত (বিশ্রাম দিবস) ইহুদীদের কোনরূপ বিচার ঐদিনগুলিতে পালিত হতে পারেনা।

যদি ধরে নেওয়া হয় সানহেদ্রিন বৈঠক ছিল রবিবার তবে ক্রুশীয় আদেশ জারি সোমবার ছাড়া সম্ভব ছিল না। কারণ ইহুদী আইন অনুসারে কোন আদেশ জারির জন্য ২৪ ঘন্টা সময় চায়। যদি যীশুকে হেরোদের বিচারের জন্য পাঠানো হয় তবে আরো একদিনের দরকার। কাজেই মনে হয় যে, পীলাত সম্ভবতঃ ক্রুশীয় আদেশ জারি করেছিলেন বুধবার।

সকল সুসমাচার এক যে, যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল শুক্রবার দিন। তিনটি সুসমাচারের মতে বৃহস্পতিবার ছিল পস-বের দিন। কাজেই ঐদিন বন্দী হবার পর পরই শুক্রবার হতেই পারেনা। কাজেই এদিকে অবশ্যই পরবর্তী শুক্রবার হতেই হবে। স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, বাইবেল লেখকগণ বিষয়টি বিষয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তাঁরা ভেবেছেন যে, যীশুর বিচার এবং ক্রুশবরণ তাঁর বন্দী হওয়ার একদিন পরে ঘটেছে। কিন্তু ইহা আরো যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় যদি ধরা হয়, তিনি পরবর্তী শুক্রবার ক্রুশ বরণ করেন। যেদিন ইহুদীদের জন্য ছুটির দিন ছিল না।

শুক্রবার নির্ধারিত করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে পীলাত ইচ্ছা-কৃতভাবে চেষ্টা করছিলেন যীশুর ক্রুশে লটকানো সময় কমাতে কারণ তিনি জানতেন সকল দেহ ক্রুশ থেকে নামানো হয় সূর্যাস্তের পূর্বে যেহেতু পরবর্তী দিবস সাবাত (বিশ্রাম দিবস)।

উপরের যা কিছু আলোচিত হয়েছে সেমত একটি সম্ভাব্য ঘটনাবলীর তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

বৃহস্পতিবার—যীশুর বন্দী

শুক্রবার— পাশওভার পর্ব্ব

শনিবার— সাবাত (বিশ্রাম দিবস)

রবিবার— ইহুদী পরিষদের মন্ত্রণাসভা

সোমবার— ইহুদী পরিষদকর্তৃক নির্দেশদান

মঙ্গলবাব— পীলাত/হেরোদ কর্তৃক বিচার

বুধবার— পীলাতকর্তৃক বিচার এবং ক্রুশীয় আদেশদান

বৃহস্পতিবার—হাজত

শুক্রবার— যীশুর ক্রুশবরণ, নামানো এবং কবরে গমন

শনিবার— কবরে অবস্থান

রবিবার— গালীলীর পথে সকালে কবর ত্যাগ

প্রশ্নাবলী :

১) সানহেদ্রিন মানে কি? ২) রাত্রি অথবা পর্ব্বদিবসে সানহেদ্রিন মন্ত্রণাসভা হতে পারেনা এ বিষয়ে তুমি কি বল? ৩) 'সংক্ষিপ্তসার লেখকগণ' বলতে কি বুঝ? ৪) সংক্ষিপ্তসার লেখকগণের মতে পাশওভার দিবস কোন্‌দিন ছিল? ৫) চতুর্থ সুসমাচার মতে পাশওভার পর্ব্ব দিবস কোন্‌দিন ছিল? ৬) কেন পীলাত শুক্রবার ক্রুশে দিবার আদেশ জারি করেছিলেন?

একাদশ অধ্যায়

যীশুর অন্যদেশে গমন ঃ

যতদিন প্যালেস্তাইনে ছিলেন যীশু তাঁর সাধারণ অভ্যাসমত গল্পচ্ছলে বহু লক্ষণের ইঙ্গীত দিয়ে গেছেন যে, ভবিষ্যতে তাঁকে প্যালেস্তাইন ছেড়ে অন্যদেশে চলে যেতে হবে।

যে সময়ে তিনি প্যালেস্তাইন থেকে চলে যাচ্ছিলেন, প্রশ্ন উঠে, যীশু কোথায় যাবেন ? যীশু এর উত্তর পূর্বেই দিয়ে দিয়েছিলেন। 'ইস্রাঈলকুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কারো নিকট আমি প্রেরিত হই নাই।' মথি ১৫ ঃ ২৪। "আমার আরও মেষ আছে, যে সকল এ খোঁয়াড়ের নয় ; তাদিগকে আমার আনতে হবে এবং তারা আমার রব শুনবে, তাতে এক পাল ও এক পালক হবে।" যোহন ১০ঃ ১৬

স্পষ্টতঃ যীশুকে এখন যেতে হবে হারানো ইস্রাঈল কুলের সন্ধানে। কৌশলে বন্দীত্ব এড়িয়ে যেতে এবং বিপদমুক্তি হতে তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল। ইহুদীরা এবং রোমীয় অধ্যক্ষরা উভয়েই তাঁর শত্রু ছিলেন। তাই তিনি সেই প্রাচীন পথ ধরেন যা ইহুদীরাও তাদের ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সময় ব্যবহার করত।

ইস্রাঈলের হারানো কুল ঃ

হযরত দাউদ এবং তাঁর মৃত্যুর পর হযরত সোলেমানের অধীনে তারা সবাই শান্তিতে বসবাস করতো। তাঁরা উভয়ে একাধারে নবী ও

রাজা ছিলেন। বাইবেলের মতে তাঁদের রাজত্ব সব জাতিকে নিয়ে ইউফ্রেটিস নদী থেকে সুদূর পশ্চিমে ফিলিস্তীয়ার গাজা এবং মিশরের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাজা সোলেমানের মৃত্যুর পর ৯৩১ খৃষ্টপূর্বে তাঁর পুত্র রেহোবোম উত্তরাধিকারী সূত্রে রাজা হন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে প্রজাবর্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আর তাঁর রাজ্য জুদাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই দক্ষিণ রাজ্যের রাজধানী ছিল জেরুশালেম। কেবল জুডা ও বেনজামিন কুল রেহোবোমের অনুগত থাকে। অবশিষ্ট দশটি গোত্র নিয়ে ইস্রাঈলের উত্তর সাম্রাজ্য গঠিত হয়। এর রাজধানী ছিল সামারিয়া। আর তাদের রাজা করেন জেরোবোমকে। এই দুই রাজ্যের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ লেগে থাকত।

বাইবেলের মতে জেরোবোম সোলেমানের রাজ্যের একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি সোলেমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আর তাঁর রোষ থেকে বাঁচবার জন্য তিনি মিশরে পালিয়ে যান। সোলেমানের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানে বাস করতে থাকেন। প্রায় দুশত বছর পর ৩য় রাজা তিগলাথ পিলসার ৭৪৫-৭৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব এর অধীন আসীরীয়ারা ইস্রাঈলের উত্তর রাজ্য আক্রমন করে এবং বহু সহর দখল করে নেন। আর তাদের বহু লোককে বন্দী করে আসীরীয়াতে নিয়ে যান। এভাবে দশটি গোত্রের বিচ্ছিন্নতা ও বন্দিত্ব শুরু হয়।

কয়েক বছর পর আসীরীয়ার বাদশাহ পঞ্চম শালমানেসার ইস্রাঈল রাজ্য আক্রমণ করেন। ইস্রাঈল রাজ্য হোসিয়া আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁকে প্রতি বছর কর দিতে রাজী হন। কিন্তু কোন এক বছর রাজা হোসিয়া মিশর রাজের নিকট তাঁকে সাহায্যের জন্য কয়েকজন দূত প্রেরণ করেন। আর আসীরীয়াতে বাৎসরিক করদান বন্ধ করে দেন। যখন তা শালমানেসার জানতে পারলেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তিনি ইস্রাঈল আক্রমণ

করলেন এবং সামারিয়া দখল করলেন। তিন বৎসর যাবৎ তার অধীন রাখলেন। সেই সময় বাদশাহ শালমানেসারের মৃত্যু হয়। তাঁর বংশধর দ্বিতীয় সারগান আক্রমণ অব্যাহত রাখেন এবং ১৭২২ খ্রীষ্টপূর্বে রাজ্যটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেন এবং দশটি গোত্রের অবশিষ্ট প্রায় সকলকে আসীরীয়া মেসোপটেমিয়া, মেডিয়ার কিয়দংশে নিয়ে আসেন। তদবধি এই দশটি গোত্র হারানো কুল নামে অভিহিত হয়। দশটি গোত্রের পরবর্তী বিচ্ছিন্নতা ঘটে যখন বাবেল-বাসীরা আসীরীয়াদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

পরবর্তীতে রাজা সাইরাসের অধীন পার্শীরা বাবেলীয় রাজ্য ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বে ধূলিস্যাৎ করে দেন। ইস্রাঈলীয়রা আবার দুঃখ ভোগ করেন। আর পার্শী রাজত্বের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়েন, যা সে সময় আফগানিস্থান ও ভারত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। এই হারানো ইস্রাঈলী গোত্রের সন্ধানে যীশু গিয়েছিলেন।

যীশুর পূর্বদেশ যাত্রা ঃ

সম্ভবতঃ যীশু গালীলী ছেড়ে সিরিয়ার কাফেলার পথে যাত্রা শুরু করেন। যেখানে দামেস্কাসের আশেপাশে এক ইহুদীদের বিরাট গোত্র বসবাস করতো। কিছু আভাসও পাওয়া যায় যে, দামাস্কাস থেকে যীশু নিসিবেনে যান। ইথ জেরুশালেম থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি সিরিয়া থেকে পারস্য যাবার পথে পড়ে। একটি বিখ্যাত পার্শী ইতিহাস-গ্রন্থ 'রাওজাতুস সাফা'তে যীশুর নিসিবেন যাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়।

সেখানে আছে, 'যীশু, যাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, মেসেয়া নামে পরিচিত ছিলেন। কেননা একজন বড় পর্যটক ছিলেন। মাথায় পশমের চাদর আর শরীরে পশমের কাপড় পরিধান করে এবং হাতে একটি ছড়ি নিয়ে তিনি দেশ হতে দেশান্তরে, সহরে সহরে পায়ে হেটে ভ্রমণ করতেন। তিনি জংলী ফলমূল খেতেন। আর যেখানে রাত হত সেখানে অবস্থান করতেন। একটি যাত্রার তাঁর সহচরগণ

তাঁর জন্য একটি ঘোড়া নিয়ে আসেন। একদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করেন কিন্তু ঘোড়ার খাবারের যখন কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না তখন তিনি তাকে ফেরৎ দিলেন।

তাঁর বাড়ী থেকে কয়েকশত মাইল দূরে নিসিবেনে পেঁাছে তিনি কয়েকজন শিষ্যকে সহরে তবলীগ করতে পাঠালেন। যীশু ও তাঁর মা সম্বন্ধে তখন সদ্য সদ্য ভুল এবং ভিত্তিহীন গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজা শিষ্যদেরকে বন্দী করেন এবং যীশুকে তলব করেন। যীশু লোকদেরকে তবলীগ করতে থাকেন। প্রার্থনার মাধ্যমে কয়েকজন পীড়িতকেও আরোগ্য করেন। এছাড়া কিছু মোজেজাও দেখান। ফলে নিসিবেনের রাজা তাঁর সেনাদল ও দেশবাসী সবাই তাঁর অনুসারী হন।' রাওজাতুস সাফা ৮৩৬ হিজরীতে (১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দ লিখিত, লেখক, সার মোহাম্মদ বিন খাওয়ান্দ। ১২৭১ হিজরীতে (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) বোম্বাইএ পুনরায় ছাপা হয় পৃঃ ১৩০-১৩৫।

পারস্যে যীশু ঃ

নিসিবেন হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য মনে হয় যীশু চেয়েছিলেন পূর্ব দেশে পারস্য হয়ে আফগানিস্থানে পেঁাছাতে। সম্ভবতঃ যীশু হীরাত হয়ে গিয়েছিলেন। হীরাত আফগানিস্থান ও ইরান সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোট সহর। দরবেশ (The Dervishes) নামে এক গোত্রের বিবরণে পাওয়া যায়। এই গোত্রটি যীশুর অনুসারি বলে দাবী করে। হীরাতের আসেপাশে এখনো তাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। 'এমং দি ভারভিসেস' নামক পুস্তকে লিখিত আছে. 'মরীয়ম পুত্র ঈসা, মেরীর পুত্র যীশুর অনুসারীরা নিজদিগকে সাধারণত মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। এখনও তারা বিক্ষিপ্তভাবে বাস করছে আফগানিস্থানের পশ্চিমের গ্রামগুলিতে। আর এর কেন্দ্র হল হীরাত·····তারা যীশু খোদার পুত্র মতবাদে বিশ্বাসী। কারণ তারা মনে করে যীশু তাঁর সততা ও কোরবানীর মাধ্যমে সেই পদ অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মতে যীশু ক্রুশ থেকে নিষ্কৃতিলাভ

করে বন্ধুদের দ্বারা গোপনে ভারতে আসতে সাহায্য লাভ করেন..... এবং কাশ্মীরে বসবাস সুরু করেন। এখানে তিনি একজন প্রাচীন শিক্ষক 'যুজ আসফ' নামে সম্মানিত। যীশুর কল্পিত জীবনের এই সময় থেকে এইসকল লোক তাদের সুসমাচার পেয়েছেন বলে দাবী করে।' Among the Dervishes by O. M, Burke, Published by Octagon Press Ltd. London পৃঃ ১০৭-১০৯

এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যীশু 'যুজআসফ' নাম গ্রহণ করেন নিসিবেন ছেড়ে আসার পর। যেহেতু তিনি কোন কোন সময় যে সকল দেশ পর্যায়ক্রমে ভ্রমণ করেছিলেন সেখানে এই নামে পরিচিত ছিলেন।

'যুজ' শব্দটি যুসূ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হল যীশু। 'আসফ' মানে হল 'সংগ্রহকারী' বা 'একত্রিতকারী'। সুতরাং 'যুজ আসফ' মানে যীশু ইস্রাঈলের হারানো মেষ সংগ্রহকারী।

আফগানিস্থানে যীশুঃ

হীরাত থেকে সম্ভবতঃ যীশু আফগানিস্থানে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি প্রথমে পাঞ্জাবে ও পরে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। সেখানে ইস্রাইলকুলের হারানো মেষ বাস করত বলে বিশ্বাস।

তিব্বতে এসেছিলেন বলে বহু ইঙ্গীত পাওয়া যায়।

এইসব দেশের অধিবাসীদের অভ্যাস ও আচার অনুষ্ঠান বিশেষ করে আফগানিস্থান ও কাশ্মীর সম্বন্ধে যখন আমরা পাঠ করি তখন আমরা দেখে অবাক হই যে, আফগানি ও কাশ্মীরিদের ইস্রাঈলীদের সঙ্গে বিশেষভাবে মিল রয়েছে পক্ষান্তরে এরা ভারত উপমহাদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে আচার ও অকৃতিতে সম্পূর্ণ বিসদৃশ। আফগানীরা দাবী করে যে, তারা ইস্রাঈলীদের বংশধর। তাদের দৈহিক গঠনও তাদের সমর্থন করে এবং সেজন্য তাদের গোত্রদেরও নাম রেখেছে। উদাহরণ স্বরূপ 'মুসাখেল' মানে 'মুসার গোত্র', দাউদ খেল' ডেভিডের গোত্র, 'ইউসুফ জাই' জোসেফের গোত্র এবং

"সুলেমান জাই" সলোমনের গোত্র। সেরূপ তাদের কয়েকটি জায়গার নাম ইহুদী থেকে উৎপন্ন।

সুতরাং পূর্ণ সম্ভাবনা আছে যে, ইস্রাঈলকুলের কিছু কিছু গোত্র ক্রুশীয় ঘটনার পূর্ব থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ আফগানিস্থানের বিভিন্ন অংশে বসবাস করত এবং যীশু তাদেরকে পরিদর্শন করতেন, তবলীগ করতেন এবং তাঁদের দ্বারাও গৃহীত হয়েছিলেন।

ভারতে যীশু ঃ

আফগানিস্থান থেকে যীশু পাঞ্জাব হয়ে ভারতে এসে থাকবেন। অতঃপর তিনি কাশ্মীরে বাস করতে থাকেন। কাশ্মীরে অধিকাংশ ইস্রাঈলীয় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। কেহ কেহ মূর্তি পূজা সুরু করেন। ধীরে ধীরে এবং ক্রমান্বয়ে যীশু তাঁদেরকে সত্য ধর্মে ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তাঁকে খোদার নবী হিসাবে গ্রহণ করেন। কালক্রমে কাশ্মীরে এক ভারী গোষ্ঠী তাঁর অনুসারী হয়। তাঁকে মহাসম্মানে সম্মানিত করেন। এভাবে সর্বত্র হারানো ইস্রাঈলীয় গোত্র সমূহে তিনি গৃহীত হন।

এক হিন্দু রাজার সঙ্গে যীশুর সাক্ষাৎ ঃ

ভবিষ্য মহাপুরান নামে একটি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থে যীশুর এবং রাজা শালেবাহীনের সাক্ষাতের বিষয় বর্ণিত আছে। বর্ণিত হয় যে, রাজা শালেবাহীন হিমালয়ের শিখরদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে হুন দেশের মাঝামাঝি সেই মহারাজের এক মহান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি গৌরবর্ণ শুভ্র পোষাক পরিহিত, শেলের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। সালেবাহীন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কে ? ঈষৎ হাস্য করে তিনি বললেন, 'আমি সেই মসীহ, কুমারী গর্ভজাত।'

তিনি আরো বললেন, তিনি দূর দেশ থেকে এসেছেন। সেখানে তিনি তাঁর লোকদের হাতে বহু ক্লেশ ভোগ করেছেন। যখন রাজা তাঁর ধর্মের বিষয় বুঝিয়ে দিতে বললেন, যীশু উত্তর দিলেন, 'প্রেম, সত্য

এবং অন্তরের পবিত্রতা।' তাঁর সাধুতায় রাজা সাতিশয় মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিদায় নিলেন। ভবিষ্যপুরান ৩১৯১ লৌকিক সন (১১৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

যীশুর মৃত্যু কাশ্মীরে ঃ

যীশু, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ১২০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন বলে অনেকে বিশ্বাস করেন, এবং তিনি কাশ্মীরে সমাহিত হন। ঐশী প্রত্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত এবং পরে গবেষণা করে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ যীশুর কবর চিহ্নিত করেন শ্রীনগর সহরের খানইয়ার মহল্লায়। এখন এ স্থানটি বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেছে। আর বিশ্বের বহু দেশ থেকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এই কবরটি যুজ আসফ এর কবর বলে পরিচিত। কবরটি ইহুদীদের রীতি অনুসারে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। এটি একটি বিশেষ সত্য বিষয় যে, মুশ্লিমরা এতদঞ্চলে মৃত ব্যক্তিকে উত্তর-দক্ষিণে কবর দিয়ে থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধরা মৃতকে জ্বালিয়ে দেয়।

এই আবিষ্কার আর একটি সত্যকে প্রমাণ করে যে, যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেননি এবং তাঁর ঐশী উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তিনি ভারতে আসেন আর এজন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক।

পবিত্র কোরআন তাঁর শেষ আশ্রয়স্থল সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছে, 'আমরা মরীয়ম তনয় ও তাঁর মাকে নিদর্শনস্বরূপ করেছি। আর তাঁদিগকে আশ্রয় দিয়েছি ঝর্ণা প্রবাহিত উচ্চ উপত্যকায়।'

২৩ ঃ ৫১

মনোরম কাশ্মীর উপত্যকার ইহা একটি সঠিক বর্ণনা ঃ যেখানে যীশু ও তাঁর মাতা প্যালেস্তাইন থেকে পালিয়ে এসে শেষ জীবনে শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করতে থাকেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য কাশ্মীর পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। একে বলা হয় 'শাশ্বত

সুখের উপত্যকা' এবং কোথায় কোথায় ইহাকেও 'ভূস্বর্গ'ও বলা হয়। এইরূপে এই 'ভূস্বর্গ' যীশু ও তাঁর মাতার জন্য চিরস্থায়ী বিশ্রামস্থল হয়ে রয়েছে।

ইহাও বিশ্বাস করা হয় যে, মেরী মারা যাবার পর মরি বা মুররী নামক স্থানে সমাধিস্থ হন। এই নামকরণ তাঁর সম্মানার্থে রাখা হয়। তাঁর কবর যা 'মা মেরীর বিশ্রামস্থল' নামে পরিচিত আজও দর্শকবৃন্দ দর্শন করতে আসেন। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে সামান্য দূরে উত্তর পাকিস্তানে মুররী অবস্থিত। আর এই পর্বতমালার অংশ কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

পবিত্র কোরআন পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে যে, যীশু মারা গেছেন। কোরআন বলে, 'মরীয়ম নন্দন মসীহ' রসুল ব্যতীত নহে, তাঁর পূর্বের সমস্ত রসুলগণ অবশ্যই মারা গিয়েছেন। আর তাঁর মাতা সত্যবাদী রমনী ছিলেন। তাঁরা উভয়েই খাদ্য খেতেন।

৫ঃ ৭৬

অন্যত্র বর্ণিত আছে, 'মোহাম্মদ একজন রসুল ব্যতীত নহে তাঁর পূর্বের রসুলগণ অবশ্যই মারা গিয়েছেন।' ৩ঃ ১৪৫

প্রশ্নাবলী ঃ

১) 'ইস্রাঈলকুলের হারানো মেষ' কাদের বলা হয়েছে? ২) ইহুদীদের কয়টি গোত্র ছিল? ৩) দক্ষিণ রাজ্যে ইহুদীদের কয়টি গোত্র অবস্থিত ছিল? ৪) দক্ষিণ রাজ্যের রাজধানীর নাম কি? ৫) ঐ রাজ্যের রাজা কে ছিলেন? ৬) উত্তর রাজ্যের রাজধানীর নাম কি? ৭ উত্তর রাজ্যের রাজার নাম কি? ৮) ইহুদী গোত্রের বিভাজন হবার কারণ কি ছিল? ৯) উত্তর রাজ্য আক্রমণ করেন কোন্ কোন্ আসীরীয় রাজা এবং লোকদের বন্দী করে নিয়ে যান? ১০) ভারতে আসার কালে যীশু কোন্ কোন্ দেশ দিয়ে এসেছিলেন এবং কেন? ১১) 'যুজ আসফ' কাকে বলা হয়? এর অর্থ কি? ১২) কিভাবে বলতে পার যে, আফগানীরা ইস্রাঈলীয়দের বংশধর? ১৩) রাজা সালেবাহীন ও যীশুর সক্ষাৎ কোন্

পুস্তকে আছে ? ১৪) কে কাশ্মীরে যীশুর কবর চিহ্নিত করেন ? ১৫) কিভাবে আপনি খন্ডন করবেন গায়ের আহমদীদের এই দাবী যে, যীশু সশরীরে আকাশে জীবিত এবং আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন ?

দ্বাদশ অধ্যায়

লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশ্বাস এই যে, ক্রুশ থেকে নামানোর পর যীশুকে যে পট্ট বস্ত্রে আবৃত করা হয়েছিল 'টুরীন চাদর' নামে পরিচিত। যদিও অন্যেরা বিশ্বাস করে যে, তা জাল সুতরাং তার নির্ভরশীলতা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এ শতাব্দীতে এই কাপড়খানা তিন তিন বার দেখানো হয়েছে। শেষ প্রদর্শিত হয় ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইটালীর টুরীন গীর্জায় সেখানে এটি বিশেষ নিরাপত্তার সঙ্গে রক্ষিত আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

যারা এটিকে আসল বলে মনে করেন তাঁরা দেখিয়েছেন যে, এর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ কেশ বিশিষ্ট শ্মশ্রুধারী মানবাকৃতির লক্ষণীয় প্রতিকৃতি। চাদরটির অর্দ্ধাংশে রয়েছে একটি মানুষের সামনের প্রতিকৃতি আর অবশিষ্টাংশ আছে পশ্চাদভাগের। প্রতিকৃতিটির মধ্যে পরিষ্কার ক্রুশ চিহ্ন রয়েছে। সেখানে রক্তের ডোরা ডোরা দাগ দেখা যায়। যা মাথার চতুর্দিকে ঘেরা সম্ভবতঃ কাটার টুপির জন্য। কব্জীতে রয়েছে পেরেকের দাগ। কুক্ষিদেশে দৃষ্ট হয় একটি বৃহৎ রক্ত প্রবাহের চিহ্ন। যেটি দেহটির দক্ষিণ দিক বিদ্ধস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। দেহের উপর ক্ষত চিহ্নের দাগগুলি দৃষ্ট হয়। এই রক্ত চিহ্নগুলি থেকে যে কেহ সিদ্ধান্ত করতে পারেন যে, যীশু এই বসনে জীবিত অবস্থায় ছিলেন।

চাদরটি ৪৩৪ সেমি দীর্ঘ এবং ১০৯ সেমি প্রশস্ত। বিজ্ঞানীরা নানা প্রকারের পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন যাতে বোঝা যায় এটি আসল না নকল।

১৯৭৮ সনে গবেষকদের এক প্রতিনিধিদল দেখালেন যে, চাদরের উপর রক্তচিহ্ন, মনুষ্য রক্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রতিনিধি দলটি শেষপর্যন্ত মীমাংসা করেছেন যে, সম্ভবতঃ প্রতিকৃতিটি মনুষ্য দেহ ঘটিত। অপরাপর বিজ্ঞানী দেখলেন যে, পরাগরেণু ও চুনাপাথরের গুঁড়া চাদরের উপর থেকে পাওয়া গেছে তা ছিল প্যালেস্তাইন অঞ্চলের। যা হোক ফলাফল মীমাংসাযোগ্য হয়নি।

১৯৮৮ সালে বিজ্ঞানীরা আর একটি পরীক্ষা করেন। যার নাম ছিল কাপড়ের উপর রেডিওকারবন ডেটিং। যাতে করে চাদরের বয়স নির্নয় করা যায়।

পরীক্ষাগুলি জ্ঞাত করে যে, চাদরটি ১২০০ বছর আগেকার। রোমীয় যাজক সম্প্রদায় ফলাফলটি সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। আর ঘোষণা করেছেন যে, টুরীন চাদর আসল নয়। কয়েকজন ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কাজেই বাদানুবাদের আর কোন অবকাশ নাই।

আরো যাঁরা এটিকে নকল বলে মান্য করে এবং ঘোষণা করে যে, চাদরের উপর চিহ্নটি কোন শিল্পীর কাজ যা চাদরে প্রতিকৃতির নেগেটিভ কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেনা। এরূপ সূক্ষ্ম আলোকপাত কোন ছবির পজিটিভ তৈরী করা বড়ই কষ্টসাধ্য। পক্ষান্তরে কৃত্রিম উপায়ে একটি নিখুঁত নেগেটিভ পাওয়া ধারণা-বহির্গত।

যাঁরা এটিকে আসল বলে গ্রহণ করেন এবং একে অত্যন্ত পবিত্র বলে সম্মান করেন তাঁদের নিকট জীবিত অবস্থায় যীশুর দেহ ক্রুশ থেকে অপসারিত হবার মতবাদটির পক্ষে, এটি একটি সমর্থনযোগ্য প্রমাণ।

প্রশ্নাবলী ঃ ১) টুরীন চাদরটি কি? ২) কোথায় এটি অবস্থিত? ৩) যদি টুরীন চাদরটিকে আসল ধরা হয় কিভাবে তুমি প্রমাণ করবে যে, ক্রুশ থেকে নামাবার সময় যীশু জীবিত ছিলেন?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যীশুর দ্বিতীয় আগমন ঃ

কথিত আছে, যীশু বলেছেন, সূর্য অন্ধকার হবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না

দিবেনা, আকাশ থেকে তারাগণের পতন হবে ও আকাশমন্ডলের পরাক্রমে সবকিছু বিচলিত হবে। তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাবে।' মথি ঃ ২৯-৩০

এই নিদর্শন পরিষ্কারভাবে যীশুর দ্বিতীয় আগমনকালের সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করছে। ইসলামের মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ) একই প্রকারের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি মাহদী আগমনের অতি উজ্জ্বল নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিমরা তাঁর জন্য অপেক্ষারত।

প্রসিদ্ধ এবং সর্বজন স্বীকৃত হাদিসগ্রন্থ 'দারকুতনী'তে লিখিত আছে, 'আমাদের মাহদীর জন্য দুইটি নিদর্শন আছে যা আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি কখনও প্রকাশিত হয়নি। তা হল, রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণের রাত্রিগুলির প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্য গ্রহণের দিনগুলির মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে। আর উভয়ই একই রমযান মাসে ঘটবে। এই দুটি নিদর্শন আল্লাহর আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি হওয়া অবধি কখনও ঘটে নাই।'

সাধারণত চন্দ্রগ্রহণ চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ রাত্রে হয়ে থাকে। আর সূর্যগ্রহণ চান্দ্রমাসের ২৭, ২৮, ২৯ তারিখে হয়। মহানবীর কথামত নিদর্শনটি ছিল এই যে, চান্দ্রমাসের ১৩ই তারিখের রাত্রিতে চন্দ্রহণ হবে এবং সূর্যগ্রহণ হবে চান্দ্রমাসের ২৮ তারিখে। এই নিদর্শনটি মাহদী আগমনের পরেই ঘটবে তাঁর আগমনের পূর্বে কোনদিন ঘটবে না। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, মাহদী ও মসীহ একই ব্যক্তি। হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 'ঈসা ইবনে মরীয়ম ব্যতীত অপর কোন মাহদী নাই।' সুনান ইবনে মাজা, সিদ্দাতুল্জামা অধ্যায়

ঘটনাপ্রবাহ সাক্ষ্য দেয় যে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ ১৩ই রমযান চন্দ্রগ্রণ সংঘটিত হয় আর সূর্যগ্রহণ ঘটে ঐ একই রমযান মাসের ২৮ তারিখে ৬ই এপ্রিল, ১৮৯৪ সনে যা মহানবীর ভবিষ্যদ্বানীর সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। ঐ একই ঘটনা ঘটে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্দ্ধে। এটি এমন একটি মহা নিদর্শন ছিল যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না তা করে অথবা বানিয়ে দেখায়।

ভারতের কাদিয়ানে অবস্থিত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ এর

জীবিতকালে এই ভবিষ্যদ্বানীগুলি পূর্ণ হয়েছিল। যিনি দাবী করেছিলেন মাহদী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্। আর এই আসমানী নিদর্শন ঘটার ৫ বছর পূর্বে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি সম্প্রদায় গঠন করেন।

যীশুও তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হবে সেবিষয়ে বলে গেছেন, 'জাতির বিপক্ষে জাতি, রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প দেখা দিবে।' মথি ২৪ ঃ ৭

এইসকল নিদর্শন বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য। কেননা এখন পৃথিবীর সর্বত্র দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লেগ, ভূমিকম্প ঘটেই চলেছে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ লেগেই আছে। এই নিদর্শনগুলির প্রকট হবার অর্থ হল, যীশুর দ্বিতীয় আগমন ঘটেছে এমন কোন ব্যক্তিত্বে তিনি যীশুর শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে এসেছেন।

মুসলমানগণও মাহদী ও মসীহের আগমণ অপেক্ষায় রয়েছেন। মুসলিমদেরমধ্যে সাধারণ ধারণা এই যে, মাহদী আসবেন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে। এটি মহানবীর হাদিস থেকে তাঁরা দেখান। সে শতাব্দী গত হয়ে গেছে। আমরা এখন কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ব্যতীত অন্য কাউকে মাহদী ও মসীহ দাবী করতে দেখিনি। যিনি দাবী করেছেন যে, আখেরী জামানায় যে একজন ঐশী দ্রষ্টা শিক্ষকের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা তাঁর আগমনে পূর্ণ হয়েছে।

কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৮৯ সালে 'ভারতে যীশু' নামে একখানা পুস্তক রচনা করেছেন। তাতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, যীশু ক্রুশে মারা যান নি, ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ যে মত পোষণ করেন এবং তিনি আকাশেও উত্থিত হন নি যে কথা খ্রীষ্টানগণ এবং মুসলিমদের অধিকাংশ বিশ্বাস করে থাকেন। ক্রুশীয় অভিশপ্ত মৃত্যুর হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন। সেখান থেকে হারানো ইস্রাঈলকুলের দেশে তিনি চলে আসেন।

সেখানে তিনি বসবাস করতে থাকেন এবং তাঁর কার্যকলাপ পূর্ণ হবার পর কাশ্মীরে মৃত্যুবরণ করেন।

সুতরাং যীশুর দ্বিতীয় আগমনের অর্থ হল যে, কেউ না কেউ তাঁর শক্তিতে আগমন করবেন কারণ যে ব্যক্তি পৃথিবী থেকে একবার চলে যান তিনি আর প্রত্যাবর্তন করেন না।

হযরত আহমদ আরও ঘোষণা করেন যে, খোদাতা'লা তাঁকে বলেছেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ যেজন্য খ্রীষ্টান ও মুসলিমরা অপেক্ষা করছেন। যিনি যীশুর আত্মিকরূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

আল্লাহ হযরত আহমদকে জানিয়েছেন, মসীহ ইবনে মরীয়ম, আল্লাহর নবী মারা গেছেন। আর তুমি সংকল্পমত সেই সত্বায় আগমন করেছ। আল্লাহর সংকল্প সব সময় পূর্ণ হয়ে থাকে। রূহানী খাজায়েন-এজালা আওহাম পৃঃ ৪০২

তাঁর একটি উর্দ্দু কবিতায় তিনি বলেছেন—

ইবনে মরীয়ম মর গেয়া হক কি কসম
দাখেলে জান্নাত হুয়া ওহ্ মোহতরম্।

আল্লাহর কসম, মরীয়মপুত্র মারা গেছেন, সেই শ্রদ্ধাস্পদ জান্নাতে আছেন।

ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা না কেসি আওর কা ওয়াক্ত
মায় না আতা তো কোই আওর ভি আতা হোতা।

এ সময় একজন মসীহের আগমন প্রতীক্ষা করছে আর কারো জন্য নয়, যদি আমি না আসতাম, তবে অন্য কেউ না কেউ আমার স্থলে আসতেন।

প্রশ্নাবলী ঃ

১) মাহদী আগমনের বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী কোন পুস্তকে আছে? ২) ভবিষ্যদ্বানীটি কি ছিল? আর কিরূপে তা পূর্ণ হয়েছে? ৩) মাহদী ও মসীহ একই ব্যক্তি কোন্ হাদিসে আছে? ৪) যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ সম্পর্কে যে সকল সন্দেহ আছে তা দূরীকরণে এবং তাঁর ভারতে আগমন সম্পর্কে যে পুস্তকটি প্রতিশ্রুত মসীহ রচনা করেছেন তার নাম কি? ৫) প্রতিশ্রুত মসীহের নাম কি?

—সমাপ্ত—

For Further Information
Please Contact

Ahmadiyya Muslim Jamaat
The London Mosque
16, Gressenhall Road
SW18 5QL, London

Ahmadiyya Muslim Jamaat
Qadian, Punjab, India

Ahmadiyya Muslim Jamaat
205, New Park Street
Calcutta-700017, INDIA

C8000

প্রকাশনায়—আহমদীয়া মুস্লিম জামাত, ২০৫, নিউ পার্ক স্ট্রীট, কলি-১৭
মুদ্রণে—আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ২০৫, নিউ পার্ক স্ট্রীট, কলি-১৭
ফোন ঃ ২৮০ ২১৬২